NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নতুন অসুখ 'সুপারবাগস' চিকিৎসা শাস্ত্রের বুমেরাং

পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী গ্রামে উদ্ধার চিনের তৈরি ড্রোন ৭

কলকাতা ১৩ নভেম্বর ২০২৩ ২৬ কার্তিক ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.11.2023, Vol.17, Issue No. 151, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

উত্তরাখণ্ডে টানেল ভেঙে আটকে অন্তত ৪০ শ্রমিক

উত্তরকাশী, ১২ নভেম্বর: দীপাবলির সকালেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উত্তরাখণ্ডে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ টানেল। তাতেই চাপা পড়লেন শ্রমিকরা। সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অন্তত ৪০ জন শ্রমিক সেখানেই আটকা পড়ে রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। সময় যত এগোচ্ছে ততই তাঁদের প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনাও কমছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার কাকভোরে। উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায় ওই টানেলটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হলে তা সিলকিয়ারার সঙ্গে ডান্ডালগাঁওকে সংযুক্ত করত। এটি চালু হলে উত্তরকাশী থেকে যমুনোত্রী ধাম পর্যন্ত রাস্তার দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার কমে যেত। চারধাম রোড প্রজেক্ট-এর অংশ হিসেবে তৈরি করা হচ্ছিল এই সুড়ঙ্গটি। জানা গেছে, রবিবার ভোর চারটে নাগাদ সাড়ে চার কিলোমিটার লম্বা টানেলটির ১৫০ মিটার লম্বা একটি অংশ হুড়মুড় করে ধসে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা সেখানে ছুটে যান। হাজির হন উত্তরকাশী জেলার সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ অর্পণ যদুবংশী। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। সূত্রের খবর, অন্তত ৪০ জন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন। পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল সূত্রে জানা গেছে, টানেলের মুখ পরিষ্কার করতে গেলে ২০০ মিটার পর্যন্ত কংক্রিটের স্ল্যাব সরাতে হবে আগে। এখন আপাতত একটি সরু জায়গা বের করে সেখান দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে ধ্বংসস্তূপের ভিতর অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তিনি। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ছাড়াও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দলও পৌঁছে গেছে দুর্ঘটনাস্থলে। জোর কদমে শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ।

টার্গেট গাজার হাসপাতাল

গাজা, ১২ নভেম্বর: ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের বলি বিধ্বস্ত গাজা শহরের হাসপাতালগুলিও। রবিবার হু জানিয়েছে, গাজার আল শিফা হাসপাতালের সঙ্গে কোনও ভাবে যোগাযোগ করতে পারছে না তারা। শুধু তা-ই নয়, গাজার এই হাসপাতালটিকে চারপাশে ট্যাঙ্কার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। হু-প্রধান চিকিৎসক টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস লিখেছেন, হাসপাতালটির চৌহদ্দি পেরিয়ে কেউ পালানোর চেষ্টা করলেই তাকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে চালানো হচ্ছে গুলি। গাজার এই হাসপাতালে কয়েকশো মানুষের চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছে হু। এ ছাড়াও হাসপাতালে রয়েছেন চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মী এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীরা। গাজার বহু শিশুও এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন ওই হাসপাতালে। হু প্রধান পোস্ট করেছেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, হাসপাতালে বার বার হামলা চালানো হচ্ছে। যাঁরাই হাসপাতাল থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের গুলি করা হয়েছে। কেউ মারা গিয়েছেন। কারও চোট গুরুতর। আর এখন আমরা জানতে পারছি, হাসপাতালটিকে ট্যাঙ্কার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে।'

কালীঘাটের বাড়িতে কালীপুজো, ভোগ রাঁধা, আপ্যায়ন সামলালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতি বছরের মতো ঘটা করে কালীপুজো হল মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে। সকাল থেকে উপোস করে ভোগ রাঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদারকি করলেন পুজোর। এ বছর পায়ের ব্যথা দরুন মায়ের মূর্তি সামনে একটি উঁচু জায়গা করা হয়েছে তার বসার জন্য। এবছর অমাবস্যা তিথি দুপুর থেকেই শুরু হয়েছে। তাই বিকেল থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মায়ের পুজোর তোড়জোড় শুরু করে দেন পুরোহিতরা।

প্রতিবছর অমাবস্যা তিথির জন্য পুজো কিছুটা দেরিতে শুরু হয়। কিন্তু এবার যেহেতু তিথি আগেই শুরু হয়েছে, তাই পুজোর তোড়জোড় বিকেল থেকেই শুরু হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে কালীপুজোর দিন সর্বসাধারণের প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। দুপুর থেকেই ভিভিআইপিরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আসতে শুরু করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে কোন কোন মালা মাকে পড়ানো হবে তা পুরোহিতদের বলে দেন। শুধু তাই নয় বাড়িতে আসা অতিথিদের আপ্যায়নও করেছেন তিনি। বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের পুজোয় উপস্থিত হন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । গত কয়েক বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এই পুজোতে সহযোগিতা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হোম অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী বিধায়ক দলের নেতা-নেত্রীর পাশাপাশি টলিউডের কলাকুশলী রাও। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের এই পুজোতে আমন্ত্রিত রয়েছেন রাজ্যের আমলা ও আইপিএস অফিসাররা। কালীঘাটের তার বাড়িটি আলো দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। নিরাপত্তার ঘেরা টোপ থাকলেও জনসাধারণের বাড়িতে প্রবেশ করে মায়ের মূর্তি দর্শনের পূর্ণ সুযোগ থাকছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিবছরই নিষ্ঠার সঙ্গে শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হন।

একতা সংঘের কালী প্রতিমা। *ছবি: অদিতি সাহা*

৪ দিন জেল হেপাজতে জ্যোতিপ্রিয়, বললেন 'মরে যাব'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলিতেই 'জেল যাত্রা' জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।

রবির সকালেই কিছুটা অসুস্থ, অশক্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রীকে। ইডি হেপাজতে থাকা মন্ত্রীকে কমান্ড হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময়ই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 'বালু' বলেছিলেন মরে যাব। তবে রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত মন্ত্রীর অসুস্থতা সংক্রান্ত কোনও আবেদনকে সেভাবে গ্রাহ্য না করে তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। এতদিন ইডি হেপাজতে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি ৪ দিন জেল হেপাজতে থাকবেন।

আদালতে জ্যোতিপ্রিয়ের আইনজীবী তাঁর জামিনের আবেদন জানাননি। তবে ইডি হেপাজতে থেকে মন্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন। জেলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার আবেদনও জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৪ দিনের হেফাজতের পর জ্যোতিপ্রিয়কে আদালতে হাজির করানোর কথা ছিল সোমবার। এক দিন আগেই ইডি তাঁকে আদালতে নিয়ে যায়। সেখানে কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী জানান, জ্যোতিপ্রিয়ের নির্দেশেই তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে তিনটি সংস্থার ডিরেক্টর পদে বসানো হয়েছিল। জেরার মুখে জ্যোতিপ্রিয় এ কথা স্বীকারও করেছেন বলে ইডির দাবি। তবে ওই তিন সংস্থা চালানোর কথা স্বীকার করেননি জ্যোতিপ্রিয়।

রবিবার ইডি যখন জ্যোতিপ্রিয় কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়, তখনই বেশ দুর্বল মনে হয়েছিল মন্ত্রীকে। ভালোভাবে হাঁটতে পারছিলেন না। রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর বারেবারে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর শারীরিক অবস্থা ঠিক নেই। তবে এবার মৃত্যুভয়ের কথা শোনা গেল মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গলায়। তবে আগে তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন আগামী ১৩ নভেম্বর তাঁকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলার পর সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।এমনকী, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেওছেন মুখ্যমন্ত্রী সব জানেন। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। চার দিন পরই তিনি মুক্ত। শুধু তাই নয়, তাঁকে বেশ চনমনেও দেখিয়েছে। তবে রবিবার তাঁর গলায় ধরা পড়েনি সেই চনমনে ভাব। উল্টে তিনি ক্ষীণস্বরে জানান, 'শরীর অত্যন্ত খারাপ। মৃত্যু শয্যায় প্রায়। বাঁদিকটা প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে।'

হাসপাতাল থেকে ফেরত আসার পর ফের একই দাবি করলেন তিনি। এর পাশাপাশি বাকিবুরের অভিযোগকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে জানান, 'ও সব গল্প কথা।' উল্লেখ্য, শনিবার রেশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া বাকিবুর রহমান ইডি আধিকারিকদের জানান, জ্যোতিপ্রিয়র স্ত্রী ও মেয়েকে ৯ কোটি টাকা দিয়েছিলেন।

তবে জ্যোতিপ্রিয় যাই দাবি করুন না কেন এদিকে নিজের কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিক ও স্ত্রী মণিদীপার ইডি-র কাছে বয়ানে জানিয়েছেন, জ্যোতিপ্রিয়র কথাতেই তিন সংস্থার ডিরেক্টর হয়েছিলেন মন্ত্রী কন্যা ও তাঁর স্ত্রী।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, জ্যোতিপ্রিয়র পাশাপাশি ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয় তাঁর স্ত্রী মণিদীপা মল্লিক আর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে। রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন মন্ত্রীর তিনটি কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তাঁরা। ডিরেক্টর পদেও রয়েছেন মণিদীপা আর প্রিয়দর্শিনী। পাশাপাসি ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ইডির কাছে দু'জনই প্রথমে জানিয়েছিলেন এই কোম্পানি গুলির সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। পরে দু'জনেই স্বীকার করে নিলেন, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র কথাতেই তাঁরা চেক বইয়ে সই করতেন ও টাকা তুলতেন।

জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করিয়ে লেপচায় সেনা ঘাঁটিতে দীপাবলি উদ্‌যাপন মোদির

সিমলা, ১২ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রত্যেক বছর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদ্‌যাপন করেন নরেন্দ্র মোদি। এ বছর হিমাচল প্রদেশের লেপচায় নিরাপত্তা ঘাঁটিতে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে দীপাবলি উদ্‌যাপন করে জওয়ানদের উদ্দেশে বললেন, 'যেখানে তোমরা, সেখানেই আমার উৎসব।' জওয়ানদের সঙ্গে কাটানো সেই সমস্ত মুহূর্তের ছবি এক্স-এ পোস্ট করেছেন তিনি। ২০২০ সালে জয়সলমেরের লঙ্গেওয়ালা, ২০২১ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের নওসেরা, ২০২২ সালে দীপাবলির দিন কার্গিলে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার দীপাবলিতে প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট করা ছবিতে দেখা গিয়েছে, সেনার উর্দি পরে রয়েছেন তিনি। জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে তিনি লেখেন 'আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সাহস অটুট। কঠিনতম ভূখণ্ডে প্রিয়জনদের থেকে দূরে থেকে, তাঁদের ত্যাগ আমাদের নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রাখে। ভারত সর্বদা সাহসিকতা ও সহনশীলতার অন্যতম দৃষ্টান্ত বহনকারী এই বীরদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই দেশের জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন। গত বছরে একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে এক জওয়ানের গান গাইছেন। এদিন লেপচায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যেখানে তোমরা সেখানেই আমার উৎসব। এমনকী যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী ছিলাম না, তখনও প্রতি দীপাবলিতে আমি কোনও সীমান্তে জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করতাম।'

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। সে বছর দীপাবলিতে সিয়াচেন গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেছিলেন মোদি। ২০১৫ সালে পঞ্জাব সীমান্তে গিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে হিমাচলে চিন সীমান্তে তিনি কাটিয়েছিলেন দীপাবলি। ২০১৭ সালে কাশ্মীরের গুরেজ সেক্টর, ২০১৮ সালে উত্তরাখণ্ডের হর্ষিলে গিয়েছিলেন মোদি। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে জওয়ানদের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেছিলেন দীপাবলি। পরের বছর গুলোও সেভাবেই কেটেছে তাঁর।

নেদারল্যান্ডসকে হেলায় হারিয়ে সেমিফাইনালে আত্মবিশ্বাসী ভারত

বেঙ্গালুরু, ১২ নভেম্বর: বেঙ্গালুরুতে নেদারল্যান্ডসকে ১৬০ রানে হারালেন রোহিত শর্মারা। রাউন্ড রবিন পর্যায়ে ন'টি ম্যাচের ন'টিতেই জিতল ভারত। দীপাবলির রোশনাই কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। রবিবার বেঙ্গালুরুতে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে লড়াই ছিল নিয়মরক্ষার। ভারতীয়রা রানের পাহাড় গড়েছেন ঠিকই তবে বিনা যুদ্ধে মাঠ ছাড়েননি নেদারল্যান্ডসের প্লেয়াররাও। ডাচ ব্যাটাররা ভালই যুঝলেন ভারতীয় বোলারদের। তবে এত বড় রানের পাহাড় টপকানো অসাধ্যই ছিল ডাচদের কাছে। ফলে জয় যে ভারত পাবেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন প্রত্যেকেই। তবে এদিন ভারতীয় শিবিরে হঠাৎই অস্বস্তি। কুলদীপ যাদবের বোলিংয়ে উঁচু ক্যাচ ওঠে। সেটা ঠিকঠাক জাজ করতে পারেননি সিরাজ। বল তাঁর হাতের ফাঁক দিয়ে গলায় লাগে। মাঠ ছাড়তে হয় সিরাজকে। এর মাঝেই গ্যালারির বিরাট প্রাপ্তি। সিরাজ বেশ কিছুক্ষণ মাঠে না থাকায় বিরাটের হাতে বল তুলে দেন রোহিত। ইনিংসের ২৩ তম ওভারে আক্রমণে কোহলি। প্রথম ওভারে দেন ৭ রান। স্পেলের দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলেই উইকেট বিরাট কোহলির। নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস লেগসাইডে কট বিহাইন্ড হন। লোকেশ রাহুলের দুর্দান্ত ক্যাচ। বিরাট কোহলি বিশ্বকাপে উইকেট নিয়েছেন! স্বাভাবিক ভাবেই বেঙ্গালুরুর গ্যালারির পরিস্থিতি অনুমান করা যায়। আইপিএলের সৌজন্যে বেঙ্গালুরু বিরাট কোহলির দ্বিতীয় শহর। সমর্থকদের প্রিয় ক্রিকেটার। বিরাটের সেলিব্রেশনও ছিল দেখার মতো।

নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথম ওভার থেকেই হাত খুলে খেলা শুরু করেন রোহিত ও শুভমন গিল। নেদারল্যান্ডসের বোলারেরা বুঝতে পারছিলেন না কোথায় বল করবেন। একের পর এক বল উড়ে গিয়ে পড়ছিল চিন্নাস্বামীর গ্যালারিতে। শুভমনের একটি ছক্কা তো স্টেডিয়ামের ছাদে গিয়ে পড়ে। এদিন ভারত নেদারল্যান্ডসের মধ্যে ম্যাচ দেখে মনে হচ্ছিল, নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করছেন শ্রেয়স আইয়াররা। এই ইনিংস খেলে এবার রেকর্ড তৈরি করল টিম ইন্ডিয়া।দীপাবলির দিন নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে যেন পটাকা ফাটালেন ভারতীয় ব্যাটাররা। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টস জিতে ভারত প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেট হারিয়ে ৪১০ রানের পাহাড় গড়ে। আর সেই সঙ্গে ভারতের ব্যাটিং অর্ডারের প্রথম পাঁচ ব্যাটারই নিদেনপক্ষে হাফসেঞ্চুরি করে গড়ে ফেলেন অনন্য নজির।

বড়বাজারে স্বর্ণাবেশে আরাধনা হয় পুঁটেকালীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রীশ্রী মা পুঁটে কালী। বড়বাজারে তারাসুন্দরী পার্কের পাশে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটে নজরে আসে পুঁটে কালীমন্দির। ৪৬০ বছরের প্রাচীন এই মন্দিরটি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন মন্দিরও বটে। কথিত আছে, মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা তান্ত্রিক শ্রী মানিক চন্দ্র বা মানিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকরাম ছিলেন অধুনা হুগলি জেলার অন্তর্গত ভুরসুটের বাসিন্দা। মন্দিরটি স্থাপত্যও নজরকাড়া। চার চালা ও তিনটি চূড়া বিশিষ্ট। চূড়াগুলির উপর চক্র, ত্রিশূল ও পতাকার চিহ্ন আছে। এই মন্দিরেই রয়েছে ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের এক কালীমূর্তি।

এই পুঁটেকালী মন্দিরের নামকরণ নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। অনেকে বলেন, এই মন্দিরে কালীমূর্তিটির উচ্চতা মাত্র ছয় ইঞ্চি। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, 'পুঁটি' অর্থে ছোটো বোঝায়। এতে ছোটো মূর্তি বোঝাতেই তাই 'পুঁটিকালী' বা 'পুঁটেকালী' নামটির প্রচলন হয়েছিল। অন্য মতে, এই মন্দিরের নামকরণের পিছনে একটি কিংবদন্তি গল্প প্রচলিত আছে। প্রতিষ্ঠাতা মানিকরাম বা মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ তান্ত্রিক খেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন হোম করছিলেন। এমন সময় নিকটবর্তী গঙ্গার খাদ থেকে একটি পুঁটিমাছ লাফিয়ে হোমকুণ্ডের মধ্যে পড়ে যায়। খেলারাম অর্ধদগ্ধ মাছটিকে তুলে জলে ফেলে দিতেই সেটি আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই থেকে দেবীর নাম হয় 'পুঁটিকালী'। পরে কথাটি বিকৃত হয়ে হয় 'পুঁটেকালী'।

এই মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে যে জনশ্রুতি রয়েছে তাতে দেববংশীয় ভূস্বামীদের কোনো কর্মচারী কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে নববৃন্ধাবন থেকে কালীমূর্তিটি এনে একটি গোলপাতার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম পাকা মন্দির স্থাপিত হয়েছিল ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ডাকাতেরা এখানে নরবলি দিয়ে স্থানীয় একটি ইঁদারায় নরমুণ্ড জমা করত। কেউ কেউ বলেন, এই দেবী মূর্তি ওই ইঁদারা থেকেই পাওয়া যায়। মানিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পুঁটেকালীর পুজোতেও রয়েছে নানা আচার। কালীপুজোর রাতে এই কালীর আরাধনার সময় প্রতিমার স্বর্ণবেশ হয়। সেই দিন ভৈরবী পূজা হয়ে থাকে। তার পরদিন কুমারী পূজা ও অন্নকূট উৎসব হয়। কালীপুজোর রাত ছাড়াও মন্দিরে নিত্যপুজো ও মাঝে মাঝে মানত পূরণের জন্য ছাগবলি হয়। পুজো হয় তন্ত্রমতে। তবে স্থানীয় অবাঙালিরা কালীকে নিরামিষ ভোগও নিবেদন করেন। এদিকে এই কালীমূর্তির পাশে একটি শ্বেতপাথরের শীতলা মূর্তিও আছে। এখানে পূজো হয় তন্ত্র মতে। পূজোয় ভোগে থাকে খিচুড়ি, লুচি, পোলাও, নানা ধরনের তরকারি, পাঁচ রকমের মাছ, চাটনি, পায়েস, এছাড়াও থাকে খাস্তা কচুরি আর চানাচুর।

কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলি ও কালীপুজো উপলক্ষে রেলযাত্রীদের জন্য একটি উপভোগ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। দীপাবলি এবং কালীপুজোর সময় যাত্রী পরিবহণে যাত্রীবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে শিয়ালদা বিভাগ শিয়ালদা, নৈহাটি, বারাসাত এবং মধ্যমগ্রামের মতো প্রধান স্টেশনগুলিতে ব্যাপক জনসমাগম ব্যবস্থাপনা বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

শিয়ালদা ডিভিশনে এই ভিড় সামলাতে বাণিজ্যিক, আরপিএফ অর্থাৎ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, ইলেকট্রিক জেনারেল, মেডিক্যাল, অপারেটিং এবং অন্যান্য বিভাগগুলিকে একত্রিত করে একটি বহু-বিভাগীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করছে বলে জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

এই প্রসঙ্গে আরপিএফের তরফ থেকে জানানো হয়, এই ভিড় সুষ্ঠুভাবে সামল দিতে নির্দিষ্ট স্টেশনগুলিতে আরও বেশি কর্মী মোতায়েন করা হবে। একইসঙ্গে যাত্রীদের দিকনির্দেশে সাহায্য করতে বা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে শুরু করে যাঁরা পায়ে হেঁটে যাবেন সেই জনপ্রবাহ যাতে সুষ্ঠু ভাবে এগিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হবে। এদিকে পূর্ব রেলের বাণিজ্যিক বিভাগ যাত্রীদের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা করেছে এবং যাত্রীদের আগাম যাত্রার পরিকল্পনা করারও আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও টিকিট কেনার ক্ষেত্রে ভিড় কমাতে ইউটিএস এবং এটিভিএম ব্যবহারেও উৎসাহিত করা হয়। এরই পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়েও যাত্রীদের নিরাপত্তাবিধি সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এরই পাশাপাশি আরপিএফের তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, দীপাবলি উদযাপনের সময় যাত্রীদের ভিড় সামলাতে রেল সুরক্ষা বাহিনীর মূল লক্ষ্য হল যাত্রীদের জন্য নিরাপদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধ করা।

তারকাদের দীপাবলি উদ্‌যাপন...

১. স্বামী রণবীর কাপুরের সঙ্গে দীপাবলি উদ্‌যাপনে আলিয়া ভাট।
২. দীপাবলি পার্টিতে ভাই ইব্রাহিমের সঙ্গে অভিনেত্রী সারা আলি খান।
৩. দীপাবলি শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করলেন অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই নভেম্বর , রবিবার,২৫ শে কার্তিক, চতুর্দশী যুক্ত অমাবস্যা তিথি। জন্মে তুলারাশি। অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : রবিবার অমাবস্যা। বুদ্ধি সহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : আজ রবিবার, অমাবস্যা। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : আজ অমাবস্যা। তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতন থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শ্বশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : আজ রবিবার, অমাবস্যা বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : অমাবস্যা, হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : আজ রবিবার, অমাবস্যা যোগ। বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ অমাবস্যা নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : আজ অমাবস্যা রবিবার নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন, আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো।

মকর রাশি : অমাবস্যা যোগ। লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ রবিবার অমাবস্যা এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(আজ ভুত চতুর্দশী তিথি, দুপুর ২ টা ৫ মিনিটের পর অমাবস্যা যোগ। মহাকালী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নকশালবাড়িতে ধান পাহারা দিতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নকশালবাড়ি: শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত হাতিঘিসায় ধান পাহারা দিতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রবিবার ভোরবেলা ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দলাল সংসদের জীবন জোতের বাসিন্দা মিনু ওরাওঁ এবং তাঁর ভাই রিনু ওরাওঁ, অজিত অজগর মিলিতভাবে ধান পাহারায় ছিলেন চেঙ্গা নদীর ধারে। এদিন ভোরবেলা তাঁদের পেছন দিক থেকে একটি দাঁতাল চলে আসে। রিনু ওবং অজিত কোনও মতে দৌড়ে প্রাণে বাঁচলেও মিনু হাতির সামনে পড়ে যায়। তাঁর মাথায় পা দিয়ে হাতিটি চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান মিনু ওরাওঁ (৫৫)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নকশালবাড়ি থানা এবং বাগডোগরা বন বিভাগ। মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য আনেন পুলিশ।

বড়মার টানে নৈহাটিতে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির শ্যামাপুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ রোডের বড়মা কালী। এবছর বড়মার পুজোর শতবর্ষ পূর্তি। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ থেকে ভক্তরা বড়মার টানে নৈহাটিতে ছুটে এসেছেন। নৈহাটির বড়মার মূর্তির উচ্চতা ২১ ফুট। নৈহাটির অন্যান্য কালী প্রতিমার চেয়ে এই মূর্তির উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় জনমানসে বড়মা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শক্তিদেবী এখানে অত্যন্ত জাগ্রত। প্রতিমা ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্বালঙ্কারে ভূষিতা। রবিবার বড়মাকে দেখতে নৈহাটিতে ভক্তদের ঢল নেমেছিল। আর এদিন ভোর রাত থেকে রাত পর্যন্ত গঙ্গায় স্নান সেরে দন্ডী কেটে মায়ের কাছে ভক্তরা পুজো দিলেন তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য। যদিও ভক্ত সমাগম সামাল দিতে প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, নৈহাটির বড়মা খুবই জাগ্রত। তাই দেশ ছাড়িয়ে এখন বিদেশ থেকেও ভক্তরা বড়মার টানে নৈহাটিতে পুজোর দিনে ছুটে আসেন। আর ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁরা মাকে সোনা-রুপার অলংকারে ভরিয়ে দেন। জানা যায়, অরবিন্দ রোডের ধর্মশালা মোড়ে আগে রক্ষাকালী পুজো হত। পুজো শেষে গভীর রাতে গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সেই পুজো বন্ধ হয়ে যায়। প্রচলিত আছে, নৈহাটির নদিয়া জুটমিলের কর্মী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ভবেশ চক্রবর্তী বন্ধুদের সঙ্গে নবদ্বীপ গিয়েছিলেন রাস উৎসব দেখতে। সেখানে তিনি বড় বড় মূর্তি দেখার পর নৈহাটিতে বড় কালী পুজোর প্রচলন করেন। ভবেশ কালীর সেই পুজো পরবর্তীকালে বড়মা নামে জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে। তবে শক্তি মায়ের একটা কথা প্রচলিত, ধর্ম যার যার বড়মা কিন্তু সবার। নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতি ট্রাস্টের সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, এবার বড়মা পুজোর একশো বছর পূর্তি। ভক্তি, শ্রদ্ধা, আবেগ নিয়ে হাজার হাজার ভক্ত দন্ডী কেটেছেন। বড়মা বিসর্জনের আগে পর্যন্ত এবার প্রসাদ বিলি করা হবে। তাপস বাবুর কথায়, বড়মা এখন শুধু নৈহাটির নন। বড়মা এখন সবার।

আইনি কড়াকড়ি, কিন্তু মানছে কারা? বাজির জেরে দূষণ শহর থেকে জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শব্দ দৈত্যকে প্রায় বোতল বন্দি করা গেল। কিন্তু দূষণ নামের অসুরকে জব্দ করা গেলো কি? ২০২৩ এর কালীপুজো ও দীপাবলির সন্ধ্যায় সব থেকে বড় প্রশ্ন এটাই। আদালতের নির্দেশ মাফিক এবারের শুধুমাত্র পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি ফাটানোর অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। তাও সন্ধ্যা আটটা থেকে রাত দশটা মাত্র দু ঘণ্টার জন্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সন্ধ্যা ভালো করে ঘনানোর আগেই চারিদিকে রং বেরংয়ের আলোর মালা জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নানা দিক থেকে চোখে পড়তে শুরু করেছে আতস বাজির রোশনাই। এর কোনটা লাইসেন্স প্রাপ্ত নিরাপদ সবুজ বাজি , কোনটা নয় তা নিয়ে ধন্দ থেকেই যাচ্ছে। এটা ঠিক এবার খাস কলকাতায় অন্যান্য বছরের তুলনায় চকোলেট বোম বা কালী পটকার আওয়াজ কম শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই এদিক ওদিক থেকে বিকট শব্দ করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল সেল। প্রকোপ কমলেও শহরের সীমানা ছাড়লেই মাঝেমধ্যেই নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। সেগুলোর উৎস কি তার স্পষ্ট জবাব নেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে। যদিও অতীতের কয়েক বছরের চ্যালেঞ্জকে মাথায় রেখে এ বার আলাদা করে শহরের বহুতলগুলিতে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। লালবাজার সূত্রের খবর, শনিবার রাত থেকেই চিহ্নিত কিছু বহুতলের ছাদে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্র এবং শনিবার বিভিন্ন আবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠকও করেছে পুলিশ। যখন-তখন বাজি না ফাটানো এবং ছাদে ওঠার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কথা জানানো হয়েছে তাঁদের। এলাকায় কতগুলি বসত বহুতল রয়েছে, তার তালিকা তৈরি করে সেগুলিতে বাজি ফাটানোর জন্য আলাদা জায়গা চিহ্নিত করা রয়েছে কি না, তা-ও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে থানার ওসি-দের।

কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, পুজোর দিন, সকাল ৭টা থেকে ১১টা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সাউন্ড বক্স এবং মাইক বাজানোয় ছাড় থাকবে। পুজোর পরের দিনও ছাড় থাকবে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত। এর

বাইরে জরুরি ঘোষণার জন্য মাইক ব্যবহার করা যাবে। নিয়মভঙ্গ হলেই কলকাতা পুলিশ আইনের ৪৩ডি এবং ক্যালকাটা সাবার্বান পুলিশ আইনের ১৭ডি ধারায় মামলা করা হবে। এর পাশাপাশি, বিস্ফোরক আইনে মামলা করারও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখা হয়েছে বেআইনি বাজি ব্যবহারের জন্য ধরা পড়লে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং আদালত বাজি ফাটানোর যে সময় বেঁধে দিয়েছে, তার বাইরে ফাটালেও একই রকম পদক্ষেপ করার কথা বলেছেন নগরপাল

এমসিসিআই-এর তরফ থেকে আয়োজিত হল লজিস্টিক কনক্লেভ-২০২৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-এর তরফ থেকে শুক্রবার লজিস্টিক কনক্লেভ -২০২৩ এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ইভলভিং কন্টুরস অফ লজিস্টিকস'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব ডঃ সৌমিত্র মোহন (আইএএস) এই কনক্লেভের উদ্বোধন করেন। অন্যান্য বক্তারা হলেন, ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোং লিমিটেডের সিএমডি যতীশ কুমার, যিনি লিলুয়া ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের পদেও রয়েছেন এবং বালামার লরি অ্যান্ড কোং লিমিটেডের সিএমডি আদিকা রত্ন শেখর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবহণ, জাহাজ চলাচল ও লজিস্টিকস পর্ষদের চেয়ারম্যান লাভেশ পোদ্দার।এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সৌমিত্র মোহন জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নুরপুর থেকে হুগলির ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গার ধারে জেটি গড়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাংকের তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এই জেটিগুলি প্রস্তাবিত রোরো পরিষেবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা নদীর ওপর দিয়ে ট্রাক এবং বাস বহন করতে পারে। এর ফলে সড়কপথের দূরত্ব হ্রাস পাবে এবং লজিস্টিক ব্যয়ও হ্রাস পাবে। সঙ্গে এও জানান, রোরো পরিষেবা শুরু করার জন্য উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিতও করা হচ্ছে।

এরই পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তরের মুখ্য সচিব ডঃ সৌমিত্র মোহন এও জানান, প্রকৃতপক্ষে, এমসিসিআই রোরো পরিষেবা চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে যার উপর রাজ্য সরকার কাজ শুরু করেছে।, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী তিন বছরে জলপথ ও ভূপৃষ্ঠ পরিবহণের উন্নয়নে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। সঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের মুখ্য সচিব এও জানান, সরকার ই-মোবিলিটির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ১২০০টি ই-বাস চালু করতে চায়। তবে আইনি জটিলতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে ১০০টি ই-বাস চলছে।এদিনের অনুষ্ঠান শেষে সারফ কাউন্সিল অন ট্রান্সপোর্ট, শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকসের কো-চেয়ারম্যান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কালীপুজোর উদ্বোধন পুরচেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার বিকে স্ট্রিট সর্বজনীন শ্যামাপূজা কমিটির উদ্যোগে কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। সেই সঙ্গে ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হল ও এদিন থেকে বিনা ব্যয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু হল। একইভাবে বস্ত্র তুলে দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব ও প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী ঝুমান। দুঃস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা সরকার।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৩ নভেম্বর ২৬ কার্তিক, ১৪৩০, সোমবার

দীপাবলির সন্ধেয় শব্দব্রহ্মের দাপট শহর কলকাতা থেকে বিধাননগরে

শুভাশিস বিশ্বাস

'শব্দব্রহ্ম'। কালীপুজো এবং দীপাবলিতে এই শব্দবন্ধকে বারবার মনে করায় বাজির আওয়াজ। বাজির শব্দ নিয়ে কলকাতাবাসীকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বারাবার আশ্বাস দিতে দেখা গেলেও তাতে কাজের কাজ যে কিছুই হয় না তার প্রমাণ গত কয়েক বছরের কালীপুজোর রাত। এই শব্দবাজির আতঙ্কে প্রতিবারই ভোগেন শহরের এক বিরাট অংশের মানুষ। এবারও তার অন্যথা কিছু হয়নি। এদিকে এবার আবার শব্দবাজির ক্ষেত্রে ছিল ছাড়। ৯০ ডেসিবেলের জায়গায় শব্দবাজির মাত্রায় ছাড় ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত। যার জেরে দীপাবলির রাতের আগে প্রমাদ গুণছেন শহরবাসী। আর এই আতঙ্কের যে কারণ রয়েছে তার হাতে গরম প্রমাণ কিন্তু মিলেছে দীপাবলির আগে রাতেই। সারা কলকাতা জুড়ে নজরে এসেছে শব্দবাজির তাণ্ডব। এরপর কালীপুজোর দিনও কলকাতা জুড়ে সন্ধে নামতেই ধরা পড়েছে একই ছবি।

এদিকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এই বাজি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল সবুজ বাজি ছাড়া অন্য কোনও বাজি ফাটানো যাবে না। তবে এই হুঁশিয়ারিকে কলকাতাবাসী থেকে শুরু করে কলকাতার উপকণ্ঠে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা যে থোড়াই কেয়ার করেন তা মালুম পাওয়া গেছে শব্দবাজি বিক্রি থেকেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শনিবার রাত ১২টা নাগাদ নিউ মার্কেট চত্বরে শব্দের পারদ চড়েছিল ৭৭.৭ ডেসিবেলে। ওই সময় ওই এলাকায় যা থাকার কথা ৫৫ ডেসিবেলের নিচে। আর কসবা শিল্পাঞ্চলে যেখানে রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সেখানে শব্দদূষণের মাত্রা থাকা উচিত ৭০ ডেসিবেল সেখানে শনিবার রাত ১২টা নাগাদ কসবায় দূষণ পৌঁছেছিল ৮৭.৭ ডেসিবেলে। বাগবাজারের মতো নাগরিক বসত এলাকাতেও শনিবার রাতে শব্দদূষণ ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। ৪৫ ডেসিবেলের পরিবর্তে দূষণের মাত্রা পৌঁছেছিল ৬৮.৩ ডেসিবেলে। শুধু তাই নয়, শহরের হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাগুলি বরাবরই যেখানে 'সাইলেন্স জোন' বলে চিহ্নিত করা হয় সেখানেও রাতে শব্দের মাত্রা ৪০ ডেসিবেল ছাড়িয়ে আরজি কর এলাকায় পৌঁছয় ৫৫.৪ ডেসিবেলে। এসএসকেএমে শব্দদূষণের মাত্রা ছিল ৫১.৩ ডেসিবেলে।

বাস্তব ছবিটা বলছে, রাজ্যের প্রায় ১৯ টি জায়গায় প্রশাসন

অনুমোদিত বাজি বাজারও চললেও ঠেকানো যায়নি অবৈধ বাজি বিক্রি। শুধু তাই নয়, যে কিউআর কোড সম্বলিত বাজি কেনার কথা বারবার বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে সেখানেও সামনে এসেছে গোলমালের ছবি। খোদ বাজি বাজারে বিক্রি হওয়া বাজিতেও নজরে এসেছে ভুয়ো কিউআর কোড, এমনটাই অভিযোগ বাজি ক্রেতাদের অনেকেরই। পুলিশ, দমকল এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদিত যেসব বাজি কলকাতার বাজি বাজারে 'কিউ আর কোড'-সহ গ্রিন বাজি নামে অনেক চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে, তার মধ্যে বেশ কিছু বাজি আদতে গ্রিন বাজিই নয়। শহরের বাজি বাজার থেকে র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং করে সংগ্রহ করা কিছু বাজির কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে এমনটাই জানিয়েছেন পরিবেশ কর্মী ও গবেষকরাও। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এই বাজির প্যাকেটে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলেই সি এ স আ ই আ র. - এনইইআরআই-এর সার্টিফিকেট দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই সম্পর্কে অনেকেরই সম্যক ধারনা নেই বলেই বাজির বাজারে বিক্রি হওয়া একটা বড় অংশের বাজিই বিক্রি হতে দেখা গেছে ভুয়ো কিউআর কোডকে সম্বল করে। খালি চোখে কিউআর কোড দেখে সন্তুষ্ট হয়ে অনেক ক্রেতাই বাজি কিনে নিয়ে গেলেও, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সেই কিউআর কোড স্ক্যান করলে সামনে আসছে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনও সার্টিফিকেট। আবার কোনও ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে এই কিউআর কোডই সঠিক নয়, পুরোটাই ভুয়ো।

এদিকে সূত্রে খবর এসেছে, চম্পাহাটিতে ঢেলে বিক্রি হয়েছে চকোলেট বোমের মতো নিষিদ্ধ শব্দবাজি। প্রশাসনের সতর্কীকরণ ছিল না তা কিন্তু নয় তবে এর মাঝেও বিক্রি হয়েছে এই শব্দবাজি। বিক্রেতারা এই প্রসঙ্গে জানান, বাজারে শব্দাবাজির চাহিদা রয়েছে। আর জনগণের চাহিদার কথা তাঁদের মাথায় রাখতেই হবে। কারণ, চাহিদার ওপরেই নির্ভর করে যে কোনও পণ্যের বিক্রিও। সঙ্গে জড়িয়ে সেই পণ্যের ব্যবসাও। আর সেই কারণেই বাজারে মিলেছে চকোলেট বোমের মতো শব্দবাজি। এদিকে যাঁরা শব্দবাজির পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের যুক্তি খুবই সরল। 'এত এক দিন, বড়জোর দু-তিন দিনের ব্যাপার। উৎসবের সময় মানুষ কি একটু আনন্দ করবে না!'

আর তারই প্রতিফলন মিলল রবিবার সন্ধে নামতেই। শনিবারের পর শব্দাসুরের দাপট অব্যাহত কলকাতায়। কসবা থেকে কালিন্দি, সল্টলেক থেকে শোভাবাজার, বাদ গেল না কোনও এলাকাই। রাত যত বেড়েছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শব্দদূষণের মাত্রা।

প্রয়াত কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর রাম পেয়ারে রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর রাম পেয়ারে রাম। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। রবিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন তিনি। এরপর গত সোমবার শ্বাসকষ্ট বাড়ে এবং বুকে সংক্রমণ দেখা দেয়। এই অবস্থায় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। তবে চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

কলকাতা পুরসভার ৭৯ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। কলকাতার বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় ৭৯ নম্বর ওয়ার্ড। আবার কলকাতা পুলিশের বন্দর বিভাগের একবালপুর, খিদিরপুর এবং তারাতলা থানা এলাকার মধ্যে পড়ে এই ওয়ার্ডটি। একটানা ১১ বারের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন রাম পেয়ারি রাম। আগে ছিলেন কংগ্রেসে। এই ওয়ার্ড থেকেই গত কয়েকবার পুরভোটে জয়ী হয়ে কাউন্সিলর হন রাম পেয়ারে রাম। ২০১১ সাল পর্যন্ত ৬ বারের বিধায়কও ছিলেন তিনি। প্রথমে কবিতীর্থ ও পরে বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কও ছিলেন তিনি।

এক সময় কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন রাম পেয়ারে রাম। 'হাত' ধরেই ২০০৫ ও ২০১০ সালে জয়ী হন তিনি। যদিও পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হয়। এরপর ২০১১ সালে রাম পেয়ারি রাম ও তাঁর স্ত্রী হেমা রাম যোগ দেন তৃণমূলে। তৃণমূলের টিকিটেও কাউন্সিলর হন তিনি। দীর্ঘদিনের এই রাজনীতিবিদের অবশেষে জীবনাবসান হল রবিবার। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া রাজনৈতিকমহলে। এদিকে গতবছর খিদিরপুর এলাকায় গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তৃণমূল কাউন্সিলরের রাম পেয়ারে রামের ছেলের রামকিঙ্কর রামের। খিদিরপুরের বাবুবাজারে কাঁটাপুকুর রোডে সার বোঝাই একটি লরি উল্টে যায় তৃণমূল কাউন্সিলর রাম পেয়ারে রামের ছেলের গাড়ির ওপর।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিতে ভিজতে পারে রাজ্য, বাড়বে রাতের তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলি উপলক্ষে কলকাতা মহানগর সহ গোটা রাজ্যে আবহাওয়া স্বাভাবিক রয়েছে। তবে কালীপুজো, ভাইফোঁটা কাটতে না কাটতেই ফের আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিতে ভিজতে পারে রাজ্য। আর এই নিম্নচাপ শীতের কাঁটাও হতে পারে। মঙ্গলবার থেকেই বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

রবিবার সকালে আবহাওয়া দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি বেশি, যেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে মাত্র এক ডিগ্রি কম ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে হালকা ঠান্ডা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন আন্দামান সাগর এলাকায়। এই ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে মঙ্গলবার এর মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হবে। নিম্নচাপ প্রথমে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের অভিমুখে এগোবে। মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে বৃহস্পতিবার এই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। গতি পরিবর্তন করে উত্তর বঙ্গোপসাগরের দিকে আসতে পারে। তার প্রভাবে বুধবার থেকে রাজ্যের উপকূল ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত জারি থাকবে একই আবহাওয়া।

কালীপুজো উপলক্ষ্যে মানুষের ঢল নামল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে

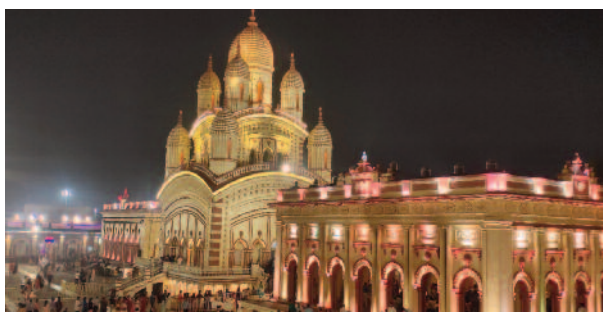

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজো উপলক্ষ্যে রবিবার সকাল থেকেই পুজো দিতে লম্বা লাইন দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে। এদিন সকাল ৬টার কিছু পর থেকেই খুলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দরজা। কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী এলাকার পাশাপাপাশি ভক্ত সমাগম হয়েছে ভিন রাজ্য থেকেও।

সাধারণ মানুষ মনে করেন এদিন দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী দেবী কালি করুণাময়ীরূপে মর্ত্যে নেমে আসেন। মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হন। ভক্তদের মনস্কামনা পূরণ করেন। এদিন দক্ষিণেশ্বরে পুজো দেওয়া আসলে সৌভাগ্যেরই স্বরূপ বলে মনে করেন অনেকে। এই একটা দিন দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে মুখিয়ে থাকেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এদিন বেলা দু'টো নাগাদ করা হয় ভোগের আয়োজন। তখন পুজো দেওয়া কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে। পরে বিকালে ফের খোলে দরজা।

'কারার ওই লৌহ কপাট' নিয়ে সরব তৃণমূল মুখপাত্র কুণালও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানটি নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। বিখ্যাত সুরকার এ আর রহমান একেবারে নিজের সুরে সেই গান তৈরি করেছেন। আর তা ব্যবহার করা হয়েছে পরিচালক রাজাকৃষ্ণ মেননের ছবি 'পিপ্পা'য়। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাঙালিরা। একইসঙ্গে গর্জে উঠেছেন বাঙালি গায়ক-গায়িকারাও। এবার সেই গানটি নিয়েই মন্তব্য করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল এ আর রহমানের নাম উল্লেখ না করেই লিখেছেন যে, এই গানটি বিকৃত করা কখনওই মানায় না। গানটিকে অবিলম্বে ছবি থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন তৃণমূল মুখ পাত্র। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'সুরকার যতই প্রতিষ্ঠিত হন না কেন সংশ্লিষ্ট ছবির প্রযোজন-নির্মাতা যেন অবিলম্বে ছবির থেকে গানটিকে সরান।' একই সঙ্গে তৃণমূল নেতার বক্তব্য, গানের স্বাধীনতার নামে এমন বিকৃত করার প্রবণতা চলতে পারে না। মূল সুর ও ভাব অটুট রেখে তাঁরা গানটি ফেরাতে পারেন। গানটিকে নিয়ে ছেলেখেলা করা হয়েছে বলেও মন্তব্য তৃণমূল মুখ পাত্রের।

নজরুল রচিত গানের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। গোটা বিশ্বের সংগীত জগতে তা একটা বড় রেকর্ড বলে মনে করা হয়। বিদ্রোহী কবি যেই সময় এই গানটি লিখেছেন তখন পরাধীন ছিল গোটা দেশ। জেলবন্দি নজরুল সৃষ্টি করলেন রক্ত গরম করা এই গান। এই গানটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির আবেগ। আর সেই গানের রিমেককে কোনওভাবেই মানতে রাজি নন বাঙালিরা।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু, পাল্টা উত্তর দিলেন কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনে পেছনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়ান বিজেপির নেতারা, এমনই অভিযোগ করেন তৃণমূলের তাবড় নেতৃত্ব। তবে এবার নাম না করে ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরক্ষা বহর নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এনিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে একাধিক নথিও তিনি তুলে ধরেছেন।

শুভেন্দু লিখেছেন, কিং লায়ারের সুরক্ষার বহরটা একবার দেখুন। ডায়মন্ডহারবারের শেষ রাজা। ৩৩ পাতার একটা অর্ডার রয়েছে। যদি ধৈর্য্য থাকে তবে গোটাটা একবার স্ক্রল করে দেখুন।

শুভেন্দু লিখেছেন, ইউনিফর্ম পরা পুলিশ কর্মী, সাদা পোশাকে থাকা পুলিশকর্মী, পদস্থ পুলিশ কর্তা, ট্রাফিক পুলিশ সব মিলিয়ে মোতায়েন করা হয়েছে ৪৭০০জন। গত ১০ নভেম্বর কালীঘাট থেকে ফলতা যাওয়ার পথে এই পরিমাণ সুরক্ষার বহর।

না, জাহাঁপনা কোনও যুদ্ধে যাচ্ছেন না, বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি বিদেশি রাষ্ট্র জয় করতে যাচ্ছেন এমনটাও নয়, তিনি কিছু বস্ত্র বিতরণ করতে যাচ্ছেন। এর যা মূল্য তা বিপুল নিরাপত্তার তুলনায় একেবারেই যৎসামান্য এমনটা লিখেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

সেই সঙ্গেই নিরাপত্তার বহর সংক্রান্ত একাধিক নথি তিনি তুলে ধরেছেন। এদিকে সেখানে যে নথি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে একেবারে উপরে লেখা হয়েছে , ১০ নভেম্বর ২০২৩ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য পুলিশ ব্যবস্থাপনা। সেখানে গোটা রাস্তা জুড়ে কড়া নজরদারির কথা বলা হয়েছে। সাধারণ গাড়ির চলাচলে

অসুবিধা না করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। ভিআইপি যখন রাস্তা দিয়ে যাবেন তখন যাতে রাস্তার ধারে কোনও গাড়ি পার্কিং করা না থাকে সেটা দেখতে হবে। কনভয়ের পাশে যাতে কেউ ঘেঁষতে না পারে সেটাও দেখতে হবে। যদি অযাচিতভাবে কেউ কনভয়ের কাছে আসতে চায় তবে তাকে দ্রুত সরিয়ে দিতে হবে। অতি উৎসাহী সমর্থকরা কনভয় থামানোর চেষ্টা করলে তা কৌশলে আটকাতে হবে।

অন্যদিকে নির্দেশে বলা হয়েছে ভিড়ের দিকে নজর রাখতে হবে পুলিশকে। কেউ যাতে ভিড়ের মধ্যে কালো পতাকা দেখাতে না পারে সেটা দেখতে হবে। তবে এবার প্রশ্ন উঠছে একজন সাংসদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথি প্রকাশ্যে জানিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বিরোধী দলনেতার কাছে?

শুভেন্দুর সেই পোস্ট শেয়ার করে কুণাল ঘোষ লেখেন, 'গত ৩ ডিসেম্বরের কথা বোধহয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভুলে গিয়েছেন। অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে কী কী হয়েছিল। আসানসোলে মিস্টার অধিকারীর কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে তিনজন মারা গিয়েছিলেন। কোনও অনুমতি ছাড়াই সে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।'

আলোর উৎসব উদ্‌যাপনে....

১. ইয়ুথ ফ্রেন্ডস ক্লাবের প্রতিমা।

২. ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে মা কালীর আরতি।

৩. আমর্হাস্ট্রিট সর্বজনীনের প্রতিমা। ছবি- অদিতি সাহা

বাড়ির পুজোয় নিজের হাতে ভোগ রান্না করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌজন্য: ফেসবুক

সম্পাদকীয়

সংবিধান বিলের পাশ করার কথা বললেও, সময় দেয়নি

বিল আটকে রাখার ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে গত ১২ বছরে বাইশটি বিল রাজভবন আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ খোদ বিধানসভার স্পিকারের। এর মধ্যে ২০১১-'১৬ সালের মধ্যে তিনটি, ২০১৬ থেকে ২১ সালের মধ্যে চারটি এবং ২০১১ থেকে '২৩ সালের মধ্যে ১৫টি বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে হাওড়া পুরসভা বিল, গণপিটুনি বিল, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একাধিক বিল রয়েছে। আটকে থাকা বিলগুলি নিয়ে এতদিন কার্যত নীরব থাকলেও শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণের পর এখন রাজভবন থেকে বিবৃতি দিয়ে সরকারের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। রাজভবনের দাবি, বাইশটির মধ্যে বারোটি বিল নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সাতটি বিল বিচারাধীন রয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে দুটি বিল। একটি বিলে রাষ্ট্রপতি শর্ত দিয়েছেন। মজার কথা হল, বিল আটকে রাখার দায় রাজ্য সরকারের উপর চাপিয়ে দিলেও রাজভবনের বিবৃতিতে একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাজভবনে একটি 'সেল' তৈরি করা হচ্ছে। কোনও বিল এলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে তাৎক্ষণিক আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিবৃতি নিয়ে সরকারের এক কর্তার বক্তব্য, রাজভবন এখন যে দাবি করছে তার কোনওটা সম্পর্কেই রাজ্য সরকার অবহিত নয়। প্রশ্ন উঠেছে, এই পদক্ষেপ করতে রাজভবনের বারো বছর সময় লেগে গেল? তাই সঙ্গত কারণেই মনে হতে পারে রাজভবনের কাজেও দীর্ঘসূত্রতা চলছে। বিরোধীদের অভিযোগ, মোদি সরকার যে রাজ্যপালদের অনেককে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করছে একাধিক রাজ্যে বিল আটকে রাখা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ সংবিধানের ২০০ নম্বর ধারার স্পষ্ট নির্দেশ হল, রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত বিলে যত দ্রুত সম্ভব সম্মতি জানাবেন রাজ্যপাল। বিলে শুধু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্মতি দেওয়াই নয়, অনাবশ্যক দেরি না করে দ্রুততার সঙ্গে বিবেচনা করাই রাজ্যপালের দায়িত্ব। কোনও বিল কি রাজ্যপাল আটকে রাখতে পারেন? সংবিধান বলছে, কোনও বিলে আপত্তি থাকলে সই না করে তা সরকারে কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন রাজ্যপাল। অথবা বিল নিয়ে তিনি কোনও পরামর্শ দিতে পারেন। অথবা বিলের ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। কিন্তু সেই বিল বিধানসভায় দ্বিতীয়বার পাশ হয়ে রাজভবনে গেলে রাজ্যপাল তাতে সই করতে বাধ্য থাকবেন। তবে কি এই কারণে বিল আটকে রাখা হচ্ছে যাতে দ্বিতীয়বার বিধানসভায় পাশ হয়ে তা রাজভবনে আসতে না পারে? বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, সংবিধানে যত শীঘ্র সম্ভব বিলের অনুমোদন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোনও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। তাই হয়তো এর সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিল আটকে রাখছেন কোনও কোনও রাজ্যপাল।

নতুন অসুখ 'সুপারবাগস' চিকিৎসা শাস্ত্রের বুমেরাং

বরুণ মণ্ডল

বিশ্বের জনপ্রিয়তম চিকিৎসা ব্যবস্থা এলোপ্যাথি। অনেকে এই প্যাথেতেই ব্যবহৃত ওষুধকে 'ইংলিশ দাওয়াই' বলে থাকেন। বিশেষ করে গো বলয় অর্থাৎ হিন্দি বলয়ে এই নামেই ডাকা হয়। আর এর জনপ্রিয়তা যে কতটা তার পাঠক সমাজকে বলে বোঝাতে হবে না। চিকিৎসা ব্যবস্থার নব্বই শতাংশই এই পদ্ধতিতে হচ্ছে।

বারবার প্রশ্ন উঠেছে এলোপ্যাথিই একমাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা? প্রশ্ন উঠেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই প্যাথির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়াতে। প্রশ্ন উঠে এই প্যাথিতে কি মানুষের চিরস্থায়ী রোগ মুক্তি ঘটে? অন্যান্য প্যাথি যে দাবি করে এলোপ্যাথিতে শুধু রোগ উপশম করে মোটেই নিরাময় করে না। সেটা কতদূর সত্য? এই প্যাথির চরম জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এর ভবিষ্যৎ কি? এলোপ্যাথিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত দুর্নীতির নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে তা মোকাবিলা কিভাবে করা হবে? জীবন দাতা এলোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন অনেক। বিশ্বের বিত্তশালী জন বলে বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। ফলে এই প্যাথির বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ পত্রপাঠ নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্যাথিরই গবেষণা বলছে, বেশকিছু ওষুধ রোগ সারানোর বদলে আরো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করছে।

অন্যদিকে, সরাসরি উপশমকারী বা দমিয়ে রাখা রোগ বলে ডায়াবেটিস থাইরয়েড হাঁপানি ইত্যাদির রোগীকে আজীবন ওষুধ খেয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অথচ যে সমস্ত ওষুধ এই সমস্ত রোগের জন্য দেওয়া হচ্ছে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট রয়েছে। জীবনভর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ওয়ালা ওষুধ নিতে থাকলে নির্দিষ্ট রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট রোগের জর্জরিত হবে রোগী। এ কেমন চিকিৎসা ব্যবস্থা? স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ভারতীয় জনমানুষে খুবই কম। ফলে প্রচুর ওষুধ ভারতীয় বাজারে প্রচলিত রয়েছে যা বিদেশি বাজারে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ভারত সরকার যদিও তার তালিকা তৈরি করেছে তথাপি ওষুধের দোকানে গেলে খুব সহজেই সেই সমস্ত নিষিদ্ধ ওষুধ আজও পাওয়া যায়।

বলা হচ্ছে ভারতবর্ষে যত শল্য চিকিৎসা করানো হয়, তার ৬০ শতাংশ নাকি না করলেও চলত! অর্থাৎ ব্যবসায়িক স্বার্থে রোগীর সঙ্গে অনর্থক চিকিৎসা প্রয়োগ! 'রোগী মানে শুধু রোগী নয়, রোগী তো এখন খরিদ্দার' গায়ক নচিকেতার সেই গানের প্রতিটি শব্দ বাক্য আজ মিলে যায়। ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভয়ংকর এক পরিস্থিতির মধ্যে চলছে। কিছুদিন আগে শুরু হয়েছিল শংসাপত্রহীন চিকিৎসকদের ধরপাকড়। মাধ্যমিকের গণ্ডি না ফেরানো বহু ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। মৃত রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার খবর শুনিয়ে নার্সিংহোম গুলোর পয়সা কামানোর ফন্দির কথা তো হামেশাই শোনা যায়। ডাক্তার এবং ওষুধ কোম্পানির মধ্যে লেনাদেনার কাহিনী আজ সবাই জানে। ওষুধের ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস তো জনগণকে ঠকানোর এক মহাকৌশল। এক টাকা মূল্যের ট্যাবলেটে মেক্সিমাম রিটেল প্রাইস ১৭ টাকা! রোগ যাতনায় রোগী যখন ঠঠস্থ সেই সময় মরার উপর খাঁড়ার ঘা চলতে থাকে। নাস্তিক চিকিৎসকেরা উপরওয়ালার ভয়ও পায় না। জনমানসে এখনো প্রচার রয়েছে করোনা কালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের উপর নির্মম ব্যবসা করা হয়েছে। যেহেতু ডেডবডি নিয়ে চরম ছুতমার্গ ছিল, নাকি মৃত ঘোষণা করে অঙ্গের ব্যবসা করা হয়েছে! বাংলা প্রবাদ বলে, 'যাহা রটে তাহা কিছু না কিছু ঘটে'।

ওষুধই অসুখের কারণ! জনৈকা মনীষা মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'ওষুধও কখনও কখনও রোগের জন্য দায়ী। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। শুধুমাত্র ওষুধ খেয়েই বিশ্বে প্রতি বছর মারা যাচ্ছেন বছরে সাত লক্ষ মানুষ। অসুখের নাম 'সুপারবাগস'। শুনতে অবাক লাগলেও এ তথ্যে জল নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই বিষয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারই এর মূল ভিলেন। সামান্য পেটের অসুখ থেকে গলা ব্যথা বা সর্দিকাশি। মুঠো মুঠো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে ভারতীয়দের জুড়ি নেই। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই এসব ওষুধের কিনে খান একাংশ। বিপদ লুকিয়ে সেখানেই। গত বছর নভেম্বরের শেষে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ একটি নির্দেশিকা জারি করে। ভাতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে রাশ টানার কথা বলা হয়। কী এই সুপারবাগস? কোনও অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে শরীরে সেই ওষুধের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়। যখন-তখন ইচ্ছেমতো ওষুধ সেবনে 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স' বা 'অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স' তৈরি হতে পারে। তখন সেই ওষুধ আর কোনওভাবেই রোগীর শরীরে কাজ করতে চায় না। কারণ শরীরে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া হয়ে উঠেছে রীতিমতো শক্তিশালী। অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সেই জীবাণুকুলকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'সুপারবাগস'। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রবণতা থাকলেও, এই অসুখে বিশ্বের মধ্যে প্রথম পাঁচে রয়েছে ভারত। চিকিৎসকদের শঙ্কা, সতর্ক না হলে কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক কাজই করবে না কারও শরীরে। তার বিকল্প ওষুধ প্রয়োগও করা যাবে কি না, তা নিয়েও নিশ্চিত নন তাঁরা। ফলে বেশ কিছু রোগের চিকিৎসা করা আর সম্ভব হবে না। তাই প্রেশক্রিপশন ছাড়া ওষুধের দোকান থেকে মুড়িমুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক কেনা বন্ধ না করলে সুপারবাগস-এর থাবা তাড়া করতে পারে আপনাকেও। তাই সময় থাকতেই সচেতন হোন।'

বিশ্বজুড়ে এলোপ্যাথিক ওষুধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। সেই প্রচারে ইন্ধন জুগিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত নিরপেক্ষ সংস্থা। এই প্রচারের পিছনে কোটি কোটি ডলারের গল্প রয়েছে। ঝাড়ফুক্তাক ইত্যাদি ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে বুজরুকি বলা হয়। অথচ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এলোপ্যাথিতে চলছে তদ্রূপ অনেকটা বুজরুকি কারবার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিষেবা এবং ওষুধ গলাধঃকরণ করানো হচ্ছে রোগীকে। চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অর্থ ভারে জর্জরিত সাধারণ মানুষ। এখনো গল্প শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের রোগীকে এক ঝলক দর্শন করেই রোগ নির্ণয়ের সেই অসাধারণ কৌশল। খরচ বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেও সুচিকিৎসা দেওয়া যায় তার প্রমাণ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এছাড়া অধিকাংশ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রোগীর লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ প্রদান করে হামেশাই রোগ মুক্তি ঘটাচ্ছেন। রোগীর অস্বাভাবিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলেই রোগীর রোগের গভীরতা বোঝা যায়। এক্ষেত্রে শুধু ডাক্তার বাবুদের দোষ নয়, রোগীরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পথে যেতে ভীষণ উৎসুক। আর তাদের সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা হয়েছে মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে। ওষুধ কোম্পানির থেকে উপঢৌকন পাওয়া ডাক্তার বাবুরাও শক্ত হাতে প্রচার করেছেন, কেউ কেউ কলম ধরেছেন, কেউবা মিডিয়াতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন।

মোদ্দা কথা হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আজ শুধুমাত্র কল্যাণকর পরিষেবা নয়। ব্যবসার চরমতম রূপ। এক্ষেত্রে নচিকেতার সেই 'ও ডাক্তার...' গানটি আবার স্মরণে আনতে হয়। আধুনিক চিকিৎসকদের কুচিকিৎসার ফলই আধুনিক অসুখ 'সুপারবাগস'। চিকিৎসা ছাড়া গতি নেই কারুর। কিন্তু এভাবে চিকিৎসার নামে পয়সার লোভে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে সুন্দর একটা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যমদুত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া কি ঠিক হবে? কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে!

কালীতত্ত্ব অতই সহজ?

শুভজিৎ বসাক

মহাকালী, নামটা যতটা ছোট ব্রহ্মান্ড ততই ক্ষুদ্র এই নামের কাছে। বিশ্বজগতের সবকিছুতেই কালী আছেন। কালী বিনা তন্ত্র, কালী বিনা জন্ম, কালী বিনা জীবন, কালী বিনা মৃত্যু, কালী বিনা প্রকাশ অচল। পৃথিবীর এক ও অবিনশ্বর শক্তি হলেন কালী। অতএব কালীতত্ত্ব এক জীবনের সাধনা নয়। অনেক পুণ্য কার্যের ফল কালী সাধনা। তার আগে মানুষ রিপুতে জড়িয়ে থাকবে। যখন কালী জানা হবে সেই জীবনে সে মুক্তি পাবে, আর মনুষ্য জন্মের প্রয়োজন হবে না তার।

মহাকালী, কোনও গৃহী দেবী নন। তিনি শ্মশানচারী। তিনিই পরম ব্রহ্মানী। ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ যার থেকে প্রচুর তেজ উৎপন্ন হয়। অতএব কালী সাধনায় সাধকের মধ্যে যে তেজ উৎপন্ন হয় তাকে মাটিতে অন্তরিত করে প্রয়োজনীয় শক্তি সাধক বহন করার উপযোগী। অর্থাৎ এই দেবীকে ঘরে পুজো করার মত শক্তি সাধকের নেই।

কেনো ব্রহ্মানী বলা হল? মহাকালী কৃষ্ণ অর্থাৎ কালো বর্ণের। কালো সেই মাধ্যম যার মধ্যে রামধনু সমাদৃত আছে। শুধু তাই নয়, সৌরমণ্ডলের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে বারোটি কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। কৃষ্ণগহ্বর যা সৃষ্টি ও লয়ের মাধ্যম। কালী সাধনায় এই ব্রহ্মান্ডের মহাজাগতিক শক্তি, কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্ট চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও মানসিক স্থিতির মিলন ঘটে যার তেজ অফুরান। একে ধারণ করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। একে অন্তরিত করতে হয়। তাই শ্মশান বা ফাঁকা মাঠ কালী সাধনার একমাত্র সাধনক্ষেত্র।

শিব বক্তা, পার্বতী শ্রোতা ও গণেশ রচয়িতা সেটি হল আগম তন্ত্র। এই আগম তন্ত্রে মহাকালীকে বর্ণিত করেছেন মহাদেব। তন্ত্রে কালীকে যন্ত্রমে পুজো করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। অতীতে জ্যামিতিক আকারে যন্ত্রমে কালী সাধনা হত। তার প্রমাণ যোনী চক্র বা যোনী যন্ত্র। দশমহাবিদ্যার দশটি যন্ত্রে দেবী আদিশক্তি পূজিত হন। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মান্ড থেকে আহ্বায়িত তরঙ্গকে পরিমিত উপায়ে ধরে তাকে বিচ্ছুরণ করার ধ্যান ধারণা দেয় কালীযন্ত্রম। আজকের বাজারে বিক্রিত যন্ত্রের চেয়ে তা খাঁটি ও সঠিক।

মহাকালী সাধনা শক্তির উপাসনা। দেহে কোনও বস্ত্র রাখতে নেই। উলঙ্গ হয়ে কালীপুজো করাই বিধান দেওয়া আছে। কালী নিজেও উলঙ্গ কারণ এত অপরিমিত শক্তি যিনি ধারণ করে আছেন তাঁর দেহে বস্ত্র অপ্রয়োজনীয়। তাঁকে ধরা, ছোঁয়া মানুষের বিষয় নয়। কালী সাধক উলঙ্গ হবে, দেহে ছাই মেখে থাকবে, দেশী মদ, মাছ ভাজা, ছোলা, চিড়ে,চপ বা যেকোনো তেলেভাজা নিয়ে সে সাধনায় বসবে। মৃত মানুষের জিনিস হবে তার কালী সাধনার উপকরণ। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রতি রাতে পঞ্চবটী বনে উলঙ্গ হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে পরম ব্রহ্মে বিলীন হতেন। কালী সাধনা তাঁর পূণ্য ফলের সমাজ দর্শন। কালী নিজে হচ্ছেন অশুভ নাশের দেবী। আর অশুভ তখনই আসে যখন সে রিপুগ্রস্ত হয়। রিপু আসে মদ,মাংস, কামনা, লালসা, বাসনা, কাম, বীর্য উৎপন্নের মাধ্যমে। কালীর কাছে এসব উৎসর্গ করতে হয় তবেই কালী সাধনা সার্থক। মৃত মানুষের উপকরণ তারই প্রতিকৃতি।

কালী কালো, তাঁর জিভ লাল ও তা সাদা দাঁত দিয়ে কেটে রয়েছেন। লাল জিভ হল মানুষের তামসিক গুণের প্রতীক। মানুষের প্রবঞ্চনা,মিথ্যাভ্যাস, কাম, ভোগ সবই তার মনের আস্ফালন। মনের কথা মুখ দিয়ে বেরোয়। কথা বলতে জিভের প্রয়োজন। তামসিক গুণ ধ্বংসের আহ্বায়ক। ধ্বংস রক্তক্ষরণের কারণ। তাই কালী সেই জিভ সাদা দাঁত অর্থাৎ সত্ব গুণ দিয়ে চেপে রেখেছেন। উনি তামসিক গুণকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

কালীর হাতে অসুরের মাথাও পূজিত হয়। কারণ রাহুর প্রতিকৃতি সেই কাটা মুন্ডু যার নিষ্কৃতি হয়েছে কালীর খড়্গ দ্বারা। কালী শক্তি উৎপাদন করেন অর্থাৎ মানুষের মাথা সেই শক্তি উৎপন্ন করার মূল যন্ত্র। বুদ্ধিহীন মানুষ নিষ্প্রভ এবং সেই মাথায় আসুরিক শক্তির উদয় হয়। কালী বোঝাচ্ছেন যে আসুরিক প্রবৃত্তি তাঁর হাতেই নাশ হবে। তাই রাহুকে শান্ত রাখতে কাটা মুন্ডও পূজিত হয়।

কালী নিশ্চল শিবতত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন আর নিজে শক্তি উৎপাদক। অর্থাৎ কালী সমতার প্রতীক। তিনিই জন্ম দিচ্ছেন আবার তাঁর জন্যই মৃত্যু আসে। এর অন্যথা হলেই ব্রহ্মান্ড বিনাশ হবে।

কালী অমাকলা ধারক। কালী ও শিব দুইয়ের মাথাতেই চাঁদের বিরাজভাব রয়েছে তবে কালীর কপালের নিচের চাঁদ প্রেতশক্তির ধারক। শিবের মাথায় যে চাঁদ রয়েছে তা পূর্ণিমার আগের চতুর্দশীর চাঁদ যা একটু মোটা। আর কালীর কপালের চাঁদ সরু অর্থাৎ অমাবস্যার আগের সরু অদৃশ্যমান চাঁদ যাকে অমাকলা বলে। চাঁদ হল রাহুর প্রতিরূপ এবং প্রেতশক্তির ধারক। চাঁদ কোনও শুভ মহাজাগতিক বস্তু নয়, চাঁদ উমাপুত্র গণেশ দ্বারা অভিশপ্ত। মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্যে চাঁদের কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ দেবী সমস্ত অশুভকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রেত যেমন আশীর্বাদ দেন সেরকমই ভুল নিয়মে প্রেতের অভিশাপ বংশকে শেষ করে। এমনকি অনেক পুজো বা মন্ত্রপাঠ করেও নিষ্কৃতি মেলে না।

শেষ যে কথা, মহাকালী নিজেই মহামায়ার এক সুবিশাল রূপ। দশমহাবিদ্যায় এই জন্য কালীবিদ্যা সর্বোপরি বিদ্যা হিসাবে রয়েছে। যেমন প্রথম শ্রেণীতে না পড়ে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ অসম্ভব সেরকমই কালী বিদ্যা না শিখলে তারা, ষোড়শী,ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। কালী যে মহামায়া তার প্রতিকৃতি তাঁর গোড়ালি অবধি বিস্তৃত মাথার কোঁকড়া চুল। এই চুল সামলানো যেমন কঠিন সেরকমই যত্ন করাও কঠিন। মাকড়সা কখনও নিজের জালে ফেঁসে যায় না, ফাঁসে পোকা। মানুষও কালীর মহামায়া রূপ বোঝে না তাই কোঁকড়া চুল সর্বস্ব মায়ায় সে যখন ফাঁসে নিষ্কাম হয়ে কালী সাধনায় তার মুক্তি ঘটাতে পারে তার আগে সে ছটফট করে আরও জড়িয়ে পড়ে তাতে।

অতএব কালীতত্ত্ব এতই কি সহজ? এতই কি বোধ্য যে যা খুশি বলে তাকে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব? এই যে কথাগুলো লিখলাম তা যেন মাছির মুখে হাতির গুণগান করার মতই হল। কালী তত্ত্ব অসীম শক্তির মুক্তদ্বার। যা আমাদের ঘিরে রয়েছে, যদি ভিখারী হয়ে তাকে আহ্বান করা যায় সে ধরা দেবেই, সংসারে থেকেও ভিখারী হওয়া যায়। যে মুখে মানুষকে ছোট করা হয় সেই মুখেই কালী নামে সব সম্ভব। একটা সময়ে সেই মনে শিশু সুলভ আচরণ আসবে। কাম,লোভ, বিভাজনে বিরক্তি আসবে। ভবতারিণী বা মা জগদম্বা যেভাবে রানী রাসমণিকে ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে তেরো বছরের মেয়ে রূপে দেখা দিয়েছিলেন সেইভাবেই উনি আসবেন। তার আগে সমস্ত ভোগ, বিলাস ছেড়ে শিশুর মত 'মা' ডাকতে হবে।ছোট শিশু যেমন কাঁদলে মা তাকে স্তন্যপান করান সেভাবেই কাঁদতে হবে। মা আসবেন, মা অমৃত স্বরূপ জ্ঞান বিলাসী স্তন্য পান করিয়ে কাছে টেনে নেবেন। তার আগে তিনি স্রেফ একটা পাথরের মূর্তি হিসাবেই পূজিত হবেন আর কিছুই না।

শাশ্বত কথা

অবধূত পাপ পুণের অতীত

যাহার দেহের প্রতি আসক্তি আছে তাহার ধনের প্রতিও আসক্তি থাকে। আর যাহার ধন আছে সে অধিকতর সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষায় পুণ্যকর্ম করে। কিন্তু যোগী অবধূতের , দেহের প্রতি , দেহের সুখের প্রতি, আসক্তি না থাকায়, পাপ বা পুণ্য কিছুই নাই। অর্থাৎ যোগী অবধূতের ভোগ সুখকামনা না থাকায় তিনি পাপ বা পুণ্য কর্ম-কোনটাই করেন না। গ্রহনক্ষত্রাদিরও বিচ্যুতি, বিচলন, হইতে পারে। কিন্তু সাধুপুরুষের বাক্য বিচলিত বা ব্যর্থ হয় না। সজ্জনগণের বাক্য অমোঘ। দুইটি জিনিস একই সঙ্গে হইতে পারে না- ধনদৌলত বিষয়-সম্পত্তি যদি চাও তো তাহাই মিলিবে, আর ভগবানকে যদি চাও তো ভগবানকে পাইবে, একটিই হইবে।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

জুহি চাওলা

১৯১৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বসন্তদাদা পাতিলের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অম্বিকা সোনির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জুহি চাওলার জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সাত বছরে অশান্তি না হওয়া স্থানকে ‘শান্তিগ্রাম’ পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত সাত বছরের ইতিহাসে কোনও রকম কোনও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অশান্তি হয়নি তাই পাত্রসায়ের ব্লকের এরকম পাঁচটি গ্রামকে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে পাত্রসায়ের থানার তরফে ‘শান্তিগ্রাম’ পুরস্কারে ভূষিত করা হল। পাত্রসায়ের থানা প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিক ভাবে ওই পাঁচটি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার তুলে দিলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি। এছাড়াও পাত্রসায়ের থানায় সংস্কার হওয়া অফিস ও প্রধান গেটের শুভ উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার।

২০১৬ সালের পর গত সাত বছরের ইতিহাসে নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্যাড়লডাঙা ও জ্বলজ্বলা গ্রামে একটিও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। এছাড়াও পাত্রসায়ের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলারডাঙা, বিউর-বেতুর পঞ্চায়েতের সৈয়দপুর ও বেলুট-রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেটিয়া গ্রামে একটিও অশান্তির ঘটনা থানায় লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই ওই পাঁচটি গ্রামকে জেলা পুলিশের তরফে ‘শান্তিগ্রাম’ হিসেবে মনোনীত করা হয়।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি বলেন, ‘এই গ্রামগুলির মানুষ অত্যন্ত ভদ্র ও সরল এরা সর্বদাই পুলিশের সঙ্গে কোঅপারেট করে, পুলিশকে ওই গ্রামে সবসময় যেতে হয় না। এই ধরনের গ্রামগুলো আমরা সবসময় চাই। আর এই ধরনের গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের সম্মানিত করা হল।’ এছাড়াও তিনি বলেন, ‘এই গ্রামগুলিকে দেখে আশপাশের গ্রামগুলিও অনুপ্রাণিত হবে।’

গ্যাড়লডাঙা গ্রামের কালীচরণ বাগদি ও জলজলা গ্রামের বসন্তী মিদ্যা বলেন, ‘এই পুরস্কার পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত সারা বছর গ্রামের সকলে আমরা মিলেমিশে থাকি। আগামী দিনে চাইব আশপাশের গ্রামের মানুষরাও তাদের গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখুক।’ এদিনের এই অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গণেশ বিশ্বাস, বিষ্ণুপুরের এসডিপিও কুতুব উদ্দিন খান, সোনামুখী সিআই গৌতম তালুকদার, পাত্রসায়ের থানার ওসি বিদ্যুৎ কুমার পাল।

গোঘাটে সারের কালোবাজারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সামনেই আলু ও বোরো ধান চাষের মরশুম। হুগলির আরামবাগ মহকুমায় সারের কালোবাজারি নিয়ে চাষিরা অভিযোগ তুলছেন। ক্ষোভ বাড়ছে। রবিবার সারের দামের এমআরপির থেকে বেশি নেওয়ায় কৃষকদের বিক্ষোভ এই মহকুমার চাতরা এলাকায়। চাষিদের অভিযোগ সারের দাম মূলত ১৪৫০ টাকা কিন্তু তা বিক্রি করা হচ্ছে ১৭৫০ থেকে ১৯০০ টাকায়। এর প্রতিবাদে এলাকার কয়েকশো কৃষক চাতড়ার এক সার বিক্রেতার দোকানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। চাষিদের অভিযোগ, ইচ্ছা করে সারের কালোবাজারি করা হচ্ছে। বেশি দামে সার কেনা হচ্ছে। কৃষকদের ঠকিয়ে সারের কালোবাজারি চলছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। চাষিদের দাবি, স্থানীয় ডিলারদের কাছে সার কিনতে গেলে সার মজুত নেই বলা হচ্ছে। অনেকসময় বাধ্য হয়ে বেশি দাম দিয়ে তাদের সার কিনতে হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গোঘাট থানার পুলিশ। স্থানীয় সার বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি কৃষকদের সঙ্গেও কথা বলে পুলিশ। এই বিষয়ে

গোঘাটের চাতড়া এলাকার এক চাষি প্রবীর মণ্ডল বলেন, গত সাত-আট দিন ধরে সারের কালোবাজারি চলছে। চাষিরা সার পাচ্ছে না। এমআরপির থেকে অনেক বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছিল। তাছাড়া সার কিনতে এলেও দোকানে চাবি দিয়ে ওই বিক্রেতা চলে যাচ্ছে। তাই এর প্রতিবাদে এদিন দোকানদারকে ঘেরাও করা হয়। অরুণ ধারা বলেন, সার কিনতে এসে দেখি গোডাউন চাবি দিয়ে চলে যাচ্ছে। এর আগের দিন ১৮৫০ টাকা দিয়ে সার কিনতে হয়েছে। অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় মণ্ডল বলেন, চাষিরা যে দামে সার চাইছে সেই দামে সারের ডিলাররা মাল পাচ্ছে না। এমআরপির কম দামে সার আমরা কিনতে পারছি না। আমি প্রিন্ট রেটেই সার বিক্রি করছি। তবে চাষিদের বলা হয়েছে সরকারি ভর্তুকি দেওয়া আরেকটি সার কিনতে হবে। তবেই প্রিন্ট রেটে সার বিক্রি হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ডিলারদের জানানো হয়েছে মুদ্রিত মূল্যের বেশি দাম নেওয়া যাবে না। সারের মজুত কম থাকলে ব্লকের কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত জানাতে হবে। নিয়ম ভাঙলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে কৃষকদের অভিযোগ, এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সারের কৃত্রিম অভাব তৈরি করছেন।

শিকলে বাঁধা কালীর পৌরাণিক ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কালী কার্তিকের শহর হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়ার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখী। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে এই শহর ছিল জঙ্গলে ঘেরা। শহরের অলিগলিতে সে ভাবে গড়ে ওঠেনি জনমানবের বসবাস। সোনামুখী শহরের বহু প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ক্ষ্যাপা কালী।

প্রাচীন প্রথা মেনে আনুমানিক ৪০০ বছর ধরে এই জনপদ সৃষ্টির বহু আগে থেকে এই ক্ষ্যাপা কালিমা পূজিত হয়ে আসছেন। আজ থেকে বহু বছর পূর্বে বীরভূমের সিউড়িতে রায় পরিবারের বসবাস ছিল। তাঁদের ছিল ক্ষ্যাপা কালী, হঠাৎ করে এলাকায় বর্গী আক্রমণ শুরু হয়। বর্গীদের অত্যাচারে রায় পরিবারের তৎকালীন সদস্যরা সিউড়িতে তাঁদের সমস্ত জমিজমা বসতবাড়ি ছেড়ে তাঁদের কুল দেবী মা ক্ষ্যাপা কালীকে মাথায় করে নিয়ে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে ঘেরা এই সোনামুখীতে জঙ্গল কেটে বসবাস করতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠা করা হয় ক্ষ্যাপা কালীকে।

যেহেতু ক্ষ্যাপা নামে পরিচিত তাই এই মা তাঁর সন্তানদের জন্য দয়াময়ী। কিন্তু মায়ের পুজোর কোনও বিঘ্ন হলে মা নাকি রুষ্ট হয়ে মন্দির ছেড়ে পলায়ন করেন। তাই পূজার দিন থেকে মায়ের পিছনের পা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে এবং মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন সেই শিকল থেকে মায়ের পা খুলে নিরঞ্জন করা হয়। কথিত আছে, একদা মায়ের পুজো চলাকালীন কোনও অজ্ঞাত কারণে পুজোর ত্রুটি হয়, তখন রুষ্ট হয়ে মন্দির ছেড়ে চলে যান। তারপর রায় পরিবারের সদস্যরা এবং পুরোহিত মিলে মাকে অনেক কাতর আর্জি জানিয়ে, মায়ের কাছে তাঁর মানত পূরণ করে, অনেক পূজার্চনার মধ্য দিয়ে পুনরাই মাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে পুজোর তিনটে দিন মায়ের পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন রায় পরিবারের সদস্যরা।

তাঁরা মনে করেন, মাকে শিকল দিয়ে বেঁধে না রাখলে মা রুষ্ট হয়ে চলে যাবেন। রায় পরিবারের সদস্যদের দাবি, শিকল বাঁধা মা অনেক জাগ্রত কারণ একদিন এই জনপদের কুমোর পাড়াতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। গরিব কুমোররা মায়ের কাছে কাতর আর্জি জানান, তাদের এই পাড়াকে রক্ষা করার জন্য। সেইসময় হঠাৎই কোনও এক দৈব শক্তিতে সেই আগুন আয়ত্বে এসে যায়। তারপরেই এই অঞ্চলের বাসিন্দারা দেখেন, মায়ের ৪ হস্তের ওপরের দুই হস্ত কালো হয়ে গিয়েছে। ফলে মনে করা হয় ক্ষ্যাপা মা স্বহস্তে এই আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করে ধ্বংসের হাত থেকে পাড়াকে রক্ষা করেছেন।

২৫ ফুটের কালী কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১৩ বছরে পদার্পণ করল কাঁকসার রাজবাঁধের ত্রিবর্ণ সংঘের কালীপুজো।

পুজোর সূচনা করেন পানাগড় দমকল বিভাগের আধিকারিক, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সি, ক্লাবের সভাপতি চিন্ময় মণ্ডল, রাজবাঁধে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। ক্লাবের সভাপতি চিন্ময় মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজবাঁধ ত্রিবর্ণ সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়।

এবছর তাদের দেবী কালীর মূর্তি ২৫ ফুটের। লক্ষাধিক টাকা বাজেটের পুজোয় ৪দিন নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরই তারা কালী পুজোয় নতুনত্ব থিম

করে। তার সঙ্গে লোকসংস্কৃতি তুলে ধরে নানা অনুষ্ঠান করে প্রতি বছর।

কালীপুজোয় বোলতলা মন্দির প্রাঙ্গণে সিদুঁর খেলেন বধূরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার মুস্থুলি গ্রামের জাগ্রত মা কালী ‘মেজঠাকরুন’ নামে পরিচিত। মুস্থুলি গ্রামের এই মা কালী এলাকায় ‘বোলতলা’ কালী নামেও খ্যাত। বোলতলা কালীমায়ের পুজো প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো।

শোনা যায়, প্রায় ৩০০ বছর আগে এক তান্ত্রিক বকুল গাছের তলায় ছোট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেছিলেন। সেই তান্ত্রিক মারা যাওয়ার পর তাঁর নির্দেশ মতো সেখানেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। পরে ভক্তদের অনুদানে দেবীর মন্দির তৈরি হয়। স্থানীয় জমিদাররা বেশ কিছুদিন পুজো করেছিলেন। জমিদার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দা রানি দাসকে পুজোর দায়িত্ব দিয়ে যান।

রানি দাসের উত্তরসূরি অশোক কুমার দাস জানিয়েছেন, চার পুরুষ ধরে তাঁরা পুজো করছেন। বর্তমানে এটি বারোয়ারি পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুজো কমিটির একটি ট্রাস্টও গঠন করা হয়েছে এবং ওই ট্রাস্ট দু’বছর ধরে পুজো পরিচালনা করছে। এলাকার বর্ষীয়ান এক প্রাক্তন শিক্ষক দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ও নিতাই চন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, ঘোড়ানাশ, মুস্থুলি, আমডাঙা ও একড়েলা গ্রামের গৃহবধূরা দল বেঁধে কালীপুজোর দিন বেলা তিনটে থেকে বোলতলা মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হন সিদুঁর খেলতে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে সেই সিদুঁর খেলার নাম ‘এয়োতি বরণ’ বা ‘ঠারোগো পান’। দেবীকে পান, সুপারি, কলা দিয়ে বরণ করার পর দু’-তিন ঘণ্টা ধরে চলে সিদুঁর উৎসব। পুজোর দিন রাতে দেবীর মূর্তিতে রঙ করা হয়। রাত বারোটার পর শুরু হয় দেবীর পুজো।

দেবীর গায়ে পড়ানো হয় স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার। সারা বছর ব্যাঙ্কের লকারে দেবীর গয়না রাখা থাকে। পুজোর সময় তা নিয়ে এসে দেবীর মূর্তিতে পড়ানো হয়। দেবীর উচ্চতা প্রায় ১১ ফুট। প্রায় ৮০-১০০টি ছাগ বলি হয় এখানে। মুস্থুলি গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বোলতলা দেবীর পুজোর সব থেকে আকর্ষণ হল বিসর্জন। সেইজন্য প্রতিমা বিসর্জনের সময় বেহারা ঠিক করতে হয় না। দেবীর মূর্তিকে কাঁধে নেওয়ার জন্য বাসিন্দাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পাটকাঠির মশালের আলোয় প্রতিমাকে নিয়ে বাহকরা দৌড়তে দৌড়তে পাশের গ্রাম আমডাঙায় নিয়ে যান। সেখানে বুড়ো শিবের সঙ্গে দেখা করে আসার পর মন্দিরের পাশের পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এটাই রীতি। আর এই বিসর্জন দেখতে রাস্তার ধারে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে আজও।

আলোর উৎসবে সেজে উঠেছে বারাসাত, যান নিয়ন্ত্রণে রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বরাবরই সেজে ওঠে বারাসাত। বিগত কয়েক বছর ধরে এই আলোর উৎসবে বারাসাতের সঙ্গে মধ্যমগ্রামের নামও জড়িয়েছে। থিম ও দেশ বিদেশের স্থাপত্যের নিখুঁত অনুকরণের মণ্ডপসজ্জা এবার টক্কর দিচ্ছে একে অপরকে। প্রশাসনের অনুমান মতো পুজোর দুই দিন আগে থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের দেখা যায়। শনিবার সন্ধ্যা হতেই পুজোর উদ্বোধনের পাশাপাশি দর্শকদের ভিড় বাড়তে থাকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগ বাজেটের মণ্ডপগুলিতে ভিড় বাড়তে থাকে। পুজোর দিনে সেই ভিড় বেড়ে গেল কয়েক গুন। এদিন থেকেই বারাসাত শহরে যান নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়ে যায়। আগামী ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই যান নিয়ন্ত্রণ চলবে। প্রশাসনের অনুমান রবিবার পুজোর দিন তাই দর্শনার্থীদের চাপ যে টুকু আছে পরবর্তী

দিনগুলোতে চাপ আরও বাড়বে। একটি পথ দুর্ঘটনা ও কয়েকটি ছোট ঘটনা ছাড়া এদিন রাত পর্যন্ত তেমন কোনও বড় সমস্যা বা দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। শনিবার রাজ্যের নেতা মন্ত্রীরা বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন। রবিবারও সেই ধারা বজায় ছিল। বারাসাত কেএনসি রেজিমেন্ট এর মণ্ডপে আসেন আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মুম্বইয়ের একদা নামকরা অভিনেত্রী মন্দাকিনী। রাত বাড়ার সঙ্গে বারাসাত মধ্যমগ্রামে দর্শনার্থীদের ঢল নামে।

দেবীকে খণ্ড খণ্ড করে ঝুড়িতে মন্দিরের বাইরে আনাই প্রথা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের কোলসরা গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালী আরাধনা ঘিরে নান রীতি প্রচলিত রয়েছে। সিদ্ধেশ্বরী কালী তৈরি হয় একটি ত্রিশূলকে বেষ্টন করে। গ্রামের শ্মশানের ধারে রয়েছে দেবীর মন্দির। সেখানেই দেবীর আরাধনা হয়। এখানকার প্রতিমার বিসর্জনেও রয়েছে বিশেষ রীতি। দেবীকে মন্দির থেকে অখণ্ড অবস্থায় বের করা যায় না। পুরোহিতদের বিশেষ দায়িত্ব নিতে হয়। ৫ জন পুরোহিত দেবীকে খণ্ড খণ্ড করে ঝুড়িতে করে মন্দির থেকে বাইরে আনেন। তারপর দেবীর বিসর্জন হয়ে থাকে। গ্রামের ঘোষাল পরিবার এই পুজোর সূচনা করেছিল। এখন তা কার্যত সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। গ্রামবাসীদের কাছে দেবী খুব জাগ্রত। তাই গ্রামে আর কোনও কালীপুজো হয় না। এমনকি গ্রামের কেউ বাড়িতে কালীর ছবি বা প্রতিমাও রাখেন না। কারও বাড়িতে কালীর ছবি দেওয়া কোনও ক্যালেন্ডারও রাখা হয় না, এই গ্রামে কোনও বহুরূপী কালীর বেশে কেউ ঢোকে না বলে কথিত আছে।

পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য পেশায় শিক্ষক সমীর ঘোষাল জানান, তাঁদের উত্তর পুরুষ দিগম্বর ঘোষাল শের শাহের খুব কাছের ছিলেন। বর্তমানে যেটা জিটি রোড সেই রাস্তার নির্মাণের সময় শের শাহ দিগম্বর ঘোষালকে কাজ দেখাশোনা ও রাজস্ব আদায়ের কাজে পাঠিয়েছিলেন। দিগম্বর ঘোষাল প্রায়ই বর্ধমানের দিকে আসতেন। সেই সময় জামালপুরের কোলসরায় কংসাবতী নদীর কাছে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সালটা ছিল ১৫৪০। সেই সময় দিগম্বর ঘোষাল একদিন স্বপ্নাদেশ পান দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার। শের শাহকে তিনি জানান পুরো ঘটনা। শেরশাহ মন্দির তৈরি ও দেবীর আরাধনার জন্য ৫০০ দান করেছিলেন বলে জানান সমীরবাবু। সেই সংক্রান্ত দলিলও তাঁদের কাছে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি চুরি হয়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি। শের শাহের আমল থেকে আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজিত হন সিদ্ধেশ্বরী

মন্ত্রী বেচারাম মান্নার বাড়ির পুজোয় ভিড়

বনস্পতি দে ● সিঙ্গুর

করুণাময়ী দক্ষিণাকালী নামে পরিচিত মন্ত্রী বেচারাম মান্নার বাড়ির পুজো। সিঙ্গুরের রতনপুর গ্রামে এই পুজো দেখতে রাতে বহু ভক্তের ঢল নামে। শুরু

হয়েছে মাকে সাজানোর কাজ শুরু করেছেন মন্ত্রী নিজে। কাজে হাত লাগিয়েছে মন্ত্রীর পত্নী হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ‘এই পুজো আমার মা বিমলাদেবী করতেন। এই পুজোটা মায়ের অবর্তমানে আমি করি আমার যখন তিন বছর বয়স তখন থেকে আমি মায়ের পুজো করি। এখনও করছি আর মায়ের পুজো করে যাব। মায়ের ভক্তরা সবাই আসে। মায়ের পুজো উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণ সেবা করা হয়। রাত যত বাড়বে ভক্তরা তত আসবে, তাদের মায়ের কাছে এই পুজো ৫৪ বছর ধরে হচ্ছে।’

পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কালুকতক গ্রামের বাদশাহী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল গ্রামবাসী।

গ্রামবাসীদের দাবি, পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালুকতক গ্রামে চার দিন ধরে পানীয় জল নেই। পানীয় জলের দাবিতে রবিবার সকাল থেকে বাদশাহী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। প্রায়ই দেড় ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভাতার থানার পুলিশ আধিকারিক অরুণ কুমার সোম, ভাতার ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ও নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জুলফিকার আলি এসে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠিয়ে নেন গ্রামবাসীরা।

পিএইচই-র আধিকারিক জানিয়েছেন, জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় কারণে গ্রামে পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। কালুকতক গ্রামে দু’টি বুথে জয়লাভ করেছে সিপিএম। সিপিএমের সদস্যর অভিযোগ, গ্রামে তাঁরা জয়লাভ করায় তাঁদেরকে নানান ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অপরদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জুলফিকার আলির দাবি, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করছে সিপিএম। কারণ গত সপ্তাহে পঞ্চায়েতে যে মিটিং ছিল তাতে গ্রামের দুই সদস্য উপস্থিত ছিলেন। গ্রামে সাত মাস ধরে পানীয় জলের পাইপ ফাটা রয়েছে। একবারের জন্যেও তাদের জানানো হয়নি। কোনও লিখিত অভিযোগও দেওয়া হয়নি।

কালী পুজোর উদ্বোধন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার বিকেলে পালিশগ্রাম নিবেদন জনকল্যাণ সমিতির শ্মশানকালী পুজোর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পালিশগ্রামে ২৫ বছর ধরে হয়ে আসছে শ্মশান কালীর পূজা। পূর্বে ওই এলাকায় গ্রামের শ্মশান ছিল, পরে সেখানে মন্দির গড়ে তোলা হয়। তাই দেবী শ্মশানকালী নামেই খ্যাত।

উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, রায়না বিধানসভার বিধায়িকা শম্পা ধারা, বর্ধমান পুরসভার কাউন্সিলর রাসবিহারী হালদার, মঙ্গলকোট থানার আইসি পিন্টু মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজসেবী ধ্রুব ভট্টাচার্য, শান্ত সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা।

বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে এদিন দেড় হাজার মানুষকে মশারি বিতরণ করা হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানিয়েছেন, প্রায় ২৪ বছর আগে গুটিকত ছেলে নিয়ে এই পুজোর শুরু করেছিলেন তিনি। এই বছর ২৫ বছরে পা দিয়েছে। এলাকার মানুষ সবদিক দিয়ে সহযোগিতা করেছে। চার দিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে এই বছর।

বড়কালীর পুজোয় সকাল থেকেই ভিড়

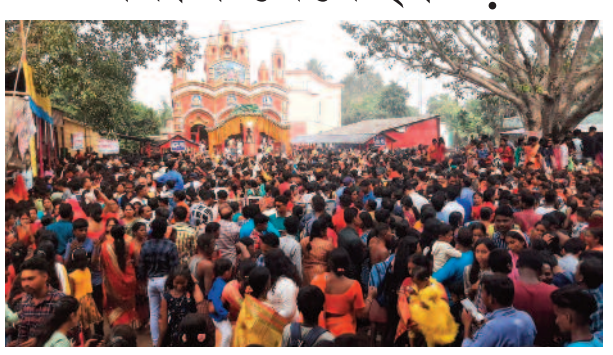

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আজ রবিবার সকাল থেকেই পুরুলিয়া জেলার সেরা তথা রাজ্যের অন্যতম রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড়ের জাগ্রত মা বড়কালীর পুজোতে উপচে পড়ল দর্শনার্থীদের ভিড়। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ মৌতড়ের মা বড়কালীর মন্দিরে ভিন রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ একাধিক রাজ্যের দর্শনার্থীরা মায়ের মন্দিরের অদূরে পুকুরে স্নান করে দন্ডি দিয়ে পুজো দেন। হাজার হাজার ভক্তের সমাগমকে সামাল দিতে এদিন মন্দির প্রাঙ্গণে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়।

শিল্পী নবীন ভাস্করের তৈরি ভবতারিণীর আরাধনা সিউড়িতে

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: দক্ষিণেশ্বরের পাশাপাশি সিউড়িতে মা ভবতারিণীর প্রতিমা বানিয়ে ছিলেন দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর স্থাপক কালি প্রসাদের ঐতিহ্য মন্ডিত কালীবাড়িতে কষ্টিপাথর ও মার্বেল পাথর দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের শ্যামা মূর্তির বিখ্যাত ভাস্কর নবীন ভাণ্ডারিকে ডেকে ইষ্ট দেবীর মূর্তি স্থাপনের অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন সাধক কালিপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিত মাতৃমূর্তির আদর্শে মা ভবতারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন সিউড়িতে। সেই থেকেই বংশানুক্রমে ১৪৬ বছর ধরে চলে আসছে

মাতৃ আরাধনা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা শ্যামার নিত্য সেবা ভোগ ও প্রত্যহ ১০ জন করে ব্রাহ্মণ সেবা ও দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা প্রচলন করেন তিনি, আর তাই তিনি অর্পণনামার মাধ্যমে তাঁর প্রভূত সম্পত্তি দেবোত্তর করে দেন। আর সেই দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে কুলদানন্দের প্রতিষ্ঠিত এই কালীবাড়িতে প্রত্যহ সেই বিধিব্যবস্থা এখনও চলছে। কুলদানন্দের পুত্র দক্ষিণারঞ্জনও অত্যন্ত কালীভক্ত ছিলেন। তিনি বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তার জন্যই সিউড়ি কালীবাড়ি দক্ষিণাবাবুর কালীবাড়ি হিসেবে আখ্যা পায়। সিউড়ির এই কালীবাড়িতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সারাবছর ধরে সকলেই আসেন, ভোগ পান শুধু তাই নয় সাধনার অন্যতম সাধন স্থান হিসাবে উল্লেখ যোগ্য এই কালীবাড়ি। তাই তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা সিউড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রম এর সংঘগুরু স্বামী সত্যানন্দ শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ শ্রী শ্রী অমল ব্রহ্মচারী জহুরা মা পাথর চাপুরীর দাতা সাহেব মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী বক্রেশ্বরে খাকি বাবার মতো বহু সাধক এখানে এসেছেন মহাদেবীর ধ্যান ধারণায় কিছু সময় অতিবাহিত করেছেন। এবছর কালীপুজো উপলক্ষে মন্দির চত্বর সেজে উঠেছে রঙিন আলোয় ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ হোমেরও থাকছে প্রসাদের ব্যবস্থাও ভিড় এড়াতে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিয়ম-নীতি রীতি আচার মেনে মা ভবতারিণীর পুজোর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানালেন ডক্টর পার্থ সারথি মুখোপাধ্যায়।

আরামবাগের রতনপুরে মা কালীর বুকে পা তুলেই পুজোপাঠ বর্গক্ষেত্রীয় পুরোহিত ঠাকুরের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: হুগলি জেলার মধ্যে কালীপুজোর সংখ্যা অসংখ্য। প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে পুজো করে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন এক বর্গক্ষেত্রীয় পুরোহিত ঠাকুর। এই পুরোহিত ঠাকুরের নাম কালীশঙ্কর সাঁতরা। বাড়ি হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার রতনপুর গ্রামে। তবে এখন তিনি গ্রামের মন্দিরেই থাকেন। এদিন নিজস্ব ঘরনায় মায়ের সামনে কাঁচের ওপর নিত্য করার পর মা কালীর বুকে পা তুলে মায়ের আরাধনা শুরু করেন। এদিন কাচের টুকরোর ওপর দাঁড়িয়ে তিনি নাচতে নাচতে পুজো পুজো শুরু করেন। কাঁসরঘণ্টা, শাঁখের আওয়াজে মন্দির চত্বর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মায়ের ভক্তিরসে আবিষ্ট হয়ে পূজারি কালীশঙ্কর তখন ওই ভাঙা কাচের ওপর গড়াগড়ি দেন। তবে পুজোর সময় তিনি শাস্ত্রীয় মন্ত্র পাঠ করলেন না। নিজের বাঁধা গান, নিজের সুর দিয়ে গেয়ে দেবীর পুজো শুরু করেন। অসংখ্য পুণ্যার্থী তা দেখেন। মা নাকি এই ভাবেই পুজো গ্রহণ করেন। আরামবাগের রতনপুরের আদ্যা শক্তি মহামায়া (বড়মা) মাহাত্ম্য নাকি এই ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। আর তা দেখতে প্রতি বছরের মতো এ বছরও অসংখ্য পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে। এই বিষয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর কালী শঙ্কর বলেন, এটাই আমার বাড়িঘর সবই। এই পুজোয় আলাদা কোনও প্রতিমাশিল্পী নেই। নেই আলাদা পুরোহিতও। তিনি নিজেই প্রতিমা গড়েছেন, নিজেই পুজো করেন।

ভালো মন্দ কিছু জানি না। মা যা বলেন তাই করি। সকল মানুষের কল্যাণ হোক। জানা গিয়েছে, খুব ছোট থেকেই কালীশঙ্কর নিজে নিজেই ছোট ছোট মাটির প্রতিমা তৈরি করে খেলতেন। আর সেই কাজে সারাদিন তিনি এতটাই মগ্ন হয়ে থাকতেন যে বাবা, মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। খেলার ছলে প্রতিমা গড়তে গড়তে তিনি একটি বড় প্রতিমা গড়ে ফেলেন। কিন্তু তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ন'বছর। এত বড় প্রতিমাতে পুজো করার জন্য তাঁর হাত পৌঁছছিল না। তখন তিনি কালীমায়ের বুকে পা রেখে নিজেই পুজো শুরু করেন। তাই এখনও সেই প্রথা মেনে মা কালীর বুকে পা রেখেই তিনি এই বছরও পুজো করেন। বর্তমানে প্রতিমা ও মন্দির ২০০৮ সালে ভক্তরাই তৈরি করে দিয়েছেন। কালীপ্রতিমাটি কষ্টিপাথরের তৈরি। আর মনসা ও শীতলা সিমেন্টের। সারাবছরই মা কালীর নিত্যপুজো হয়। তবে শনি, মঙ্গলবার ও অমাবস্যায় মায়ের বিশেষ পুজো হয়। আর প্রতি বছর শ্যামাপুজোর দিন তিনদিন মেলা বসে। এই বিষয়ে স্থানীয় মানুষের দাবি, এই পুজোর দিন অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়। প্রতি বছরই মায়ের কাছে পুজো দিতে আসেন অসংখ্য ভক্ত। এই বছরও বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। সবমিলিয়ে আরামবাগের রতনপুর এলাকার এই মা কালীর পুজোকে ঘিরে আলাদা একটা উন্মাদনা দেখা যায় ভক্তদের মধ্যে।

বারাসাতের সঙ্গে মধ্যমগ্রামের পুজোও এবার রয়েছে টক্করে

সুমন তালুকদার

মধ্যমগ্রাম: বারাসাতের পাশাপাশি মধ্যমগ্রামও এবার কালীপুজোয় টক্কর দিচ্ছে। মধ্যমগ্রামের বড় পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম চৌমাথার ইয়ং রিক্রেশন ক্লাব। ৩৬ তম বর্ষের এই শ্যামা পুজো কমিটির থিম ভাবনায় উঠে এসেছে 'সাক্ষী যখন ইতিহাস, সৃষ্টি তখন বর্তমান'। পশ্চিম মেদিনীপুরের মহিষাদলের রাজবাড়ির আদলে তৈরি মণ্ডপ জুড়েই বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের টেরাকোটার বিভিন্ন কাজ, মাটির পুতুল থেকে বাঁশের নানান শিল্পকর্ম। যা গ্রাম বাংলার চারপাশের মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে সেই সমস্ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারাকেই তুলে ধরা হয়েছে এবারের মণ্ডপসজ্জায়। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা সবেতেই রয়েছে বিশেষ চমক।

মেঘদূত শক্তিসংঘের কালীপুজো এবছর ৫২ বছরে পড়ল। উদ্যোক্তাদের এ বছরের ভাবনাত রাজ্যের ২৩ টি জেলা তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, বিখ্যাত জিনিস থেকে দ্রষ্টব্য স্থান নিয়ে স্বতন্ত্র। কোন জেলায় কি বিখ্যাত, সেখানকার সংস্কৃতি থেকে লোকসংখ্যা কত, সে সব সম্পর্কে ধারনা নেই অনেকেরই। এবার ২৩ জেলার খুঁটিনাটি সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারনা পেতে পারবেন মেঘদূত শক্তিসংঘের কালীপুজোর মণ্ডপে। মণ্ডপের দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন জেলার সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন দর্শনার্থীরা। অনেকটা ক্যালেন্ডারের মতো। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে মাতৃ প্রতিমা।

পূর্বাশা যুব পরিষদের কালীপুজো এবার ৩৫ বছরের। মণ্ডপ সজ্জার মূল আকর্ষণ আদি যোগীনাথ। ঢোকার মুখেই ৬১ ফুট উচ্চতার শিবের মূর্তি। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে আদি যোগীনাথকে দর্শনার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মধ্যমগ্রাম মাইকেলনগরের নেতাজি সংঘের কালীপুজো এ বছর ৫৩ বছরের। গুজরাতের একটি বিখ্যাত মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। প্রতিমাতেও এবার চমক দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। মায়ের বিভিন্ন রূপ দেখা যাবে মাইকেলনগরের নেতাজি সংঘের পুজোয়। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণি মায়ের রূপ যেমন দেখা যাবে, তেমনি কালীঘাটের মায়ের রূপ এবং তারাপীঠের মূর্তিও দেখতে পাবেন দর্শনার্থীরা।

মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া শৈলেশনগর যুবক সংঘের কালীপুজো এ বছর ৫৯ বছরে পড়ল। উদ্যোক্তাদের ভাবনা অস্কার জয়ী চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে প্রতিমা। চন্দননগরের আলোকসজ্জাও দর্শনার্থীরা উপভোগ করতে পারবেন এখানে।

মধ্যমগ্রামের মৈত্রী সংঘের কালীপুজো এ বছর ২৪ বছরের। মণ্ডপসজ্জার মূল আকর্ষণ দার্জিলিংয়ের ডাউন হিলের আতঙ্ক। ডাউন হিল আসলে একটা পাহাড়ি গুহা। পর্যটকদের অবশ্য এখানে যেতে দেওয়া হয় না ভৌতিক কাণ্ডের জন্য। ফলে দার্জিলিংয়ের ডাউন হিল গুহা সম্পর্কে অজানা অনেকেরই। এবার লাইভ শো এর মাধ্যমে ডাউন হিলের আতঙ্ক তুলে ধরেছে মৈত্রী সংঘের পুজো উদ্যোক্তারা। মণ্ডপে ঢোকার মুখটাই গুহা। এরপর থাকছে শ্মশান। এই দুই ধাপ পেরিয়ে একটা পোড়ো বাড়িতে থাকবে মাতৃ প্রতিমা। লাইভ শো এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা ডাউন হিলে আতঙ্ক কতটা, সেটা বুঝতে পারবেন। বসুনগর যুবকবৃন্দের পুজো ৫৭ তে পড়ল। মধ্যমগ্রাম শহরে জাঁকজমকপূর্ণ পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম। এবছর উদ্যোক্তাদের ভাবনা মহিষমতী প্যালেস। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থাকছে মাতৃ প্রতিমা।

মধ্যমগ্রামের পশ্চিম চণ্ডীগড়ের বালক ও কিশোর সংঘের কালীপুজো ৬০ বছরে পড়ল। উদ্যোক্তাদের এ বছরের থিম প্রেতমহল। পুরনো একটা মহলের আদলে তৈরি মণ্ডপ জুড়েই থাকছে ভৌতিক পরিবেশ। লাইভ শো এর মাধ্যমে এই প্রেতমহলকে দর্শনার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করছেন উদ্যোক্তারা।

কালীর মণ্ডপ তৈরি ১০০ দিনের শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: পশ্চিমবঙ্গের আবাস যোজনা এবং একশো দিনের টাকা নিয়ে শাসকদলের নেতৃত্বদের মুখে বারে বারে উঠে আসা কেন্দ্রের বঞ্চনা, এবার কালীপুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে কাঁথির এক পুজো কমিটি। শুভেন্দু অধিকারীর গড় হিসেবে চিহ্নিত পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে এমন থিম বেছে নিয়েছে প্রখ্যাত হঠাৎকালী মায়ের ভক্তরা। কাঁথি আউটডোর মোড়ে এবার শ্যামাপুজোর থিম 'নির্মাণ'।

১০০ দিনের প্রকল্পের শ্রমিকরা এখানে হঠাৎ কালী মায়ের মন্দির নির্মাণ করছেন। সেই সঙ্গে কালী মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন, খুব শীঘ্রই যেন তাঁদের আটকে থাকা প্রকল্পের টাকা চলে আসে আর সব সময় যেন জোটে কাজ। মা হঠাৎ কালীর এই পুজো এবার সাত বছরে পা দিয়েছে। এখানে মণ্ডপ পরিকল্পনায় রয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী সুতনু মাইতি। শিল্পীর পরিকল্পনায় মণ্ডপ নির্মাণের কাজ করেছেন যব কার্ডধারী একশো দিনের শ্রমিকরা।

সাত বছর ধরে দু' হাতের মা হঠাৎকালী মূর্তি এখানে আদিবাসী রমণী রূপে পূজিত হতেন। এবার মা হঠাৎকালী নতুন রূপে আসছেন বলে জানালেন ভক্তরা। পুজোর দিন মায়ের কাছে মাছ ভোগ নিবেদন করেন ভক্তরা। বহু মহিলা ও পুরুষরা পুজোর দিন এখানে এসে মানত করেন। ভক্তদের বিশ্বাস মা এখানে খুব জাগ্রত। তাই যে যা মানত করেন, তাদের মনস্কামনা পূরণ হয়। প্রতি বছর পুজোর পরের দিন, ভক্তদের এখানে বসিয়ে অন্য ভোগ খাওয়ানো হয়।

এখানকার পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা প্রণব মিশ্র জানান, মায়ের পুজোয় যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্য এখানে পুজোর দিনগুলিতে কোনওরকম সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হয় না। কোনও চাঁদা তোলা হয় না। ভক্তদের প্রণামী দিয়েই মায়ের প্রতিবছর পুজো হয়। এবার ব্যতিক্রমী থিম ও মণ্ডপ শয্যার জন্য এখানকার হঠাৎ কালী মায়ের পুজো রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে। এই পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি।

ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসত থেকে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দত্তপুকুর থানার হাটখোলার যশোর রোডে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দুই যুবকের নাম পান্থ রায়(২১) এবং সায়ন উকিল (২২)।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দত্তপুকুরের অরবিন্দপল্লি এবং গঙ্গাপুর এলাকাতেই বাড়ি পান্থ রায় এবং সায়ন উকিলের। এরা শনিবার বাইকে করে বারাসতে গিয়েছিলেন কালীপুজো দেখতে। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল তাদের। শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ দ্রুত গতিতে আসা বাইকটি দত্তপুকুরের হাটখোলা মোড় সংলগ্ন যশোর রোডের ধারের একটি সিমেন্টের লাইট পোস্টে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রচন্ড ধাক্কায় বাইক আরোহী দু'জন রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পান্থ রায়। সায়ন উকিলের বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়।

কালীর চার বোনের পুজো আমদপুরে

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র গ্রাম যা কালী গ্রাম নামে পরিচিত। পূর্ব বর্ধমানের মেমরির আমাদপুরে আছে মা কালীর চার বোন বড়মা, মেজমা, সেজমা ও ছোটমা। এই চার প্রধান দেবী ছাড়াও গ্রামে আরও প্রায় ২৫০টি কালীর পূজা হয়। বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা হলেও কালী পুজোই এই গ্রামের মূল উৎসব।

কারও মতে ১০০০ বছরের বেশি কেউ কেউ জানান, প্রায় ৫০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে এই গ্রামে পূজিত এই গ্রামের না কালী। এই গ্রামের পুজা ঘিরে রয়েছে একাধিক কাহিনি। এই পুজোয় মেজমাকে সোল মাছের ভোগ থেকে মাংস ও বিভিন্ন সুস্বাদু পদ রান্না করে দেওয়া হয়। পুজার সময় মায়ের মুখের দিকে ইলেকট্রিক জোড়ালো আলো ব্যবহার করা যায় না, মা পছন্দ করে না বলে জানান একজন। পূজার ছবি তোলা মেজমা পছন্দ করেন না, যার প্রমাণ পেয়েছেন অনেকেই। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসে ভিড় জমায় এই পূজাতে। দেবীর বিসর্জনেও কোনও ইলেট্রিক আলো ব্যবহার করা যায় না, বিসর্জন হয় ঘুটের মশাল দিয়ে।

তপন কান্দুর খুনের অভিযোগে ধৃত বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর খুনের অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া পুরুলিয়া জেলা সংশোধনাগারে বিচারাধীন অবস্থায় থাকা জেলবন্দির মৃত্যু। জেল হেপাজতে থাকাকালীন সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে সত্যবান পরামানিককে

পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ১৩ মার্চ গুলিকাণ্ডে খুন হন ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু। ঘটনার তদন্তে নেমে ১২ এপ্রিল সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারদের হাতে গ্রেপ্তার হন ঝালদার বাসিন্দা সত্যবান পরামানিক। পুরুলিয়া জেলা আদালত অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। এরপরই জেল হেপাজতে থাকাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সত্যবান পরামানিকের।

কালীপুজো দেখতে দর্শনার্থীর ঢল পাণ্ডুয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: গত কয়েক বছর ধরে থিমের মণ্ডপ প্রতিমা আর আলোয় নজর কাড়ছে হুগলির এই জনপদ, যা দেখতে জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দর্শনার্থীদের ঢল নামে পাণ্ডুয়ায়।

কাকলিতলা ব্যবসায়ী সমিতির থিম ভাবনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উমার আগমন। এখানে দু'হাতের বদলে দশ হাতের কালী প্রতিমা দেখা যাবে। আদিবাসী সমাজের আদলে মণ্ডপ সজ্জা করেছে তৈরি করেছে প্রগতি সংঘ। মণ্ডপ শয্যায় ব্যবহার করা হয়েছে পাটকাঠি, বিভিন্ন গাছের ছাল, নারকেলের মালার সঙ্গে রাখা হয়েছে বিভিন্ন মডেল। গোহাট মেলাতলা ব্যবসায়ী সমিতি এবছরের থিম করেছে শান্তময় নিরাময়। রামধনুর সাতটি রং ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে। আট লাখে ত্রিশ জন শ্রমিক মিলে একমাস ধরে বাঁশের টুকরো দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করেছেন।

মধ্যমপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির থিম শ্যামা মায়ের চরণ তলে। থার্মোকল, কুলো, বেত দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে নরমুন্ডের ওপর দেবীর অধিষ্ঠান। পান্ডুয়ার নীরদগড় সবুজ সংঘ এ বছর কেরলের নাথ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ করেছে। ২৫ ফুট উচ্চতায় থাকবে প্রতিমা, সেখানে পর্বত আরোহণ করে প্রতিমা দর্শন করতে হবে।

হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম দেবীদল কুণ্ডু জানান, পুজো উপলক্ষে জিটি রোডের ওপর চারটি পুলিশ ক্যাম্প করা রয়েছে। পুজোর চার দিন জিটি রোডের ওপরে থাকবে নো এন্ট্রি। দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে জিটি রোডের ওপরে বন্ধ করা হয়েছে টোটো, অটো। থাকছে ২৭৫ জন পুলিশ কর্মী, ৩০০ জন সিভিক ভলেন্টিয়ার। থাকছেন একজন ইন্সপেক্টর ও ডিএসপি, পদমর্যাদার অফিসার। বিসর্জনের দিন ড্রোনে নজরদারি চালানো হবে। পুজোর চার দিন কোনও পুজো কমিটি ডিজে বাজালে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হুগলির বিভিন্ন এলাকায় বাজি ও ডিজে বক্সবিরোধী নাগরিক মিছিল

রূপম চট্টোপাধ্যায়

হুগলি: গত কয়েক বছরে শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজ্যে ১৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে গত ১৭ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এক নির্দেশিকায় শব্দবাজির ন্যূনতম শব্দমাত্রা ৯০ ডেসিবেল থেকে বাড়িয়ে ১২৫ ডেসিবেল করার ছাড়পত্র দিয়েছে। ফলে অস্বস্তি বেড়েছে নাগরিক সমাজ ও প্রশাসনিক কর্তাদের।

এর আগে গত ১৯৯৬ সাল থেকে শব্দবাজির সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা ছিল ৯০ ডেসিবেল। কোভিড সংক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে শব্দ ও বায়ুদূষণ মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ বলে চিকিৎসকরাও দাবি করেছেন। শব্দবাজির সর্বোচ্চ মাত্রা ৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত থাকায় মানুষের কাছে একটা বড় স্বস্তির কারণ ছিল এবং সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ ছিল পথপ্রদর্শক। এই ভূমিকার কথা ভেবে নাগরিকরাও ভরসা পেতেন বলেও দাবি।

কিন্তু রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এই সাম্প্রতিক নির্দেশনামায় নাগরিকরা সেই ভরসা হারিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তকে হঠকারী, অনৈতিক এবং অদূরদর্শী বলে মনে করছেন। জাঙ্গিপাড়া ও রাজবলহাটের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল হয়। দাবি তোলা হয় এই নির্দেশনামা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং এতদিন ধরে চলে আসা বিস্ফোরণস্থল থেকে ৫ মিটার দূরে, শব্দবাজির সর্বোচ্চ মাত্রা ৯০ ডেসিবেলই বলবৎ রাখার দাবি তোলা হয়। দাবি তোলার পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকায় লিফলেট বিলিও করা হয়। বাজি ও ডিজে তাণ্ডবের ক্ষতির বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয় লিফলেটে।

বাজি ও ডিজে বক্সবিরোধী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক গৌতম সরকার জানিয়েছেন, মঞ্চের সহযোগিতায় ওই কর্মসূচি রূপায়ণ করে জাঙ্গিপাড়া থান্ডার ক্লাব ও রাজবলহাট কালচারাল সার্কেল। এছাড়া জেলার শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, ডানকুনি, চণ্ডীতলা সহ বহু জায়গায় মানুষ শব্দবাজি ও বায়ুদূষণের আশঙ্কায় পথে নেমে প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। বেশ কিছু জায়গায় ছোট ছেলে মেয়েদেরও পথে হাঁটতে দেখা যায়।

নজরুলের গানে রহমানের সুরের তীব্র নিন্দা কবিতীর্থ চুরুলিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: এআর রহমানের ইউটিউব চ্যানেলে তিনদিন আগে আপলোড করা হয়েছে একটি গান। পরিচালক রাজাকৃষ্ণ মেননের ছবি 'পিপ্পা'য় ব্যবহার করা হয়েছে নজরুলের লেখা 'কারার ওই লৌহ কপাট...' গানটি। তবে একেবারে নিজের সুরে সেই গান তৈরি করেছেন এ আর রহমান।

সেই গান নিয়েই আপাতত তোলপাড় বাংলাজুড়ে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ওই লোহ কপাট...' গানটিকে যে ভাবে নিজের আঙ্গিকে গড়ে নিয়েছেন রহমান, তা শুনে ক্ষুব্ধ কাজী নজরুল ইসলামের গ্রাম চুরুলিয়া। চরম সমালোচনা করা হয়েছে চুরুলিয়ার কাজী পরিবারের ও নজরুল অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে। গানটি প্রত্যাহার না করলে আদালতে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে কাজী পরিবার।

কাজী পরিবারের দাবি, আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে লেখা যে গান শুনলে আজও গায়ে কাঁটা দেয় আপামর বাঙালির, যে গান স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলো যেন চোখের সামনে তরতাজা করে তোলে মুহূর্তে, তার সুরটাই বদলে দিয়েছেন এ আর রহমান। কবির ভাতুষ্পুত্র ও চুরুলিয়া নজরুল অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা কাজী রেজাউল করিম জানিয়েছেন, এই ঘটনা দুঃখজনক।

নজরুল অ্যাকাডেমির সদস্য ও কবির নাতনি সোনালি কাজী প্রশ্ন তোলেন, এই কাজটি করার আগে কারও সঙ্গে কি কথা বলেছিলেন উনি? অতীতে যখন মহম্মদ রফি ও অনুপ জালোটা কাজী নজরুল ইসলামের গান বা নজরুল গীতি গেয়েছিলেন তখন কল্যাণী কাজীর তত্ত্বাবধানে গেয়েছিলেন। মূল সুর পরিবর্তন হয়নি। তাই কোনও বিতর্ক হয়নি। আপামার বাঙালি সেই গানকে মেনে নিয়েছেন এবং জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। কিন্তু রহমান সাহেব যেটা করেছেন, তা অনৈতিক ও বেআইনি কাজ।

পূজার উদ্বোধনে পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: বারাসত সন্ধানী ক্লাবের শ্যামাপূজার উদ্বোধনে উপস্থিত রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অশোকনগর বিধানসভার বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, সায়নী ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুরসভার পুরপিতা তথা পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, দেবব্রত পাল, প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

পাণ্ডবেশ্বরে প্রাচীন নবীনা কালীপুজোয় মহিষ বলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বালিজুড়ি গ্রামে আজ থেকে প্রায় ৩২১ বছর আগে শুরু হয়েছিল মা নবীনা কালীর পুজো। বালিজুড়ি গ্রামে কবিরাম মুখোপাধ্যায় নামে এক সাধক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নবীন মুখোপাধ্যায় এবং আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ৩২১ বছর আগে পিতার নাম অনুসারে কবিরাম মুখোপাধ্যায় নবীনাকালীর পুজোর প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা মুখোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য পিনাকী মুখোপাধ্যায় জানান, মায়ের মন্দিরের পাশেই রয়েছে সাধক কবিরাম মুখোপাধ্যায়ের সমাধি। কথিত আছে, সেখানেই রয়েছে পঞ্চমুন্ডিআসন এবং সাধক কবিরাম মুখোপাধ্যায়ের সমাধির পরই সেখানে জন্ম হয় একটি বিল্ব বৃক্ষের, সেই বৃক্ষ আজও বিদ্যমান। বালিজুড়ি গ্রামের নবীনা কালীপুজোয় ছাগ বলিদানের পাশাপাশি মহিষ বলির রীতিও রয়েছে। এই নবীনা কালীর পুজো ঘিরে এলাকায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

কালীক্ষেত্র সোনামুখীর অন্যতম প্রাচীন পুজো হট্‌নগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার 'কালীক্ষেত্র' হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়ার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখী। অন্যতম হট্‌নগর কালী। সারা বছর এখানে নিত্যপুজো হলেও কার্তিকেয় অমাবস্যায় তিথি মেনে বিশেষ বাৎসরিক পুজো হয়।

সোনামুখীর অন্যান্য প্রাচীন পুজোগুলির মতো হট্‌নগর কালীকে নিয়েও অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক কথা হল, সোনামুখীর তারিণী সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধা প্রতিদিন জঙ্গল পথ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মাথায় ঝুড়িতে করে বড়জোড়ার নিরশা গ্রামে চিঁড়ে বিক্রি করতে যেতেন। সেই চিঁড়ে বিক্রি করে পাওয়া ধান নিয়ে তিনি আবারও পায়ে হেঁটেই সোনামুখী ফিরে আসতেন। প্রায় দিনই লালপাড় শাড়ি পরা একটি ছোট্ট শ্যামাঙ্গি মেয়ে তাঁর সঙ্গে সোনামুখী আসার জন্য বায়না করত। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর ওই ছোট্ট মেয়েটি বলে, সে আর হাঁটতে পারছে না। তাকে কোলে নিতে। কিন্তু মাথায় আর কোলে ধানের ঝুড়ি আর বস্তা থাকায় বৃদ্ধা তার অসহায়তার কথা বললে, শ্যামাঙ্গি একরত্তি মেয়ে তার মাথার ঝুড়িতেই চাপার কথা বলে। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাই করেন।

পরে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, ওই মেয়ে তো নেই। তার বদলে রয়েছে দু'টি পাথর। ভয় পেয়ে তিনি সেই পাথর দু'টিকে তুলসীতলায় রেখে দেন। সেদিন রাত্রেই বৃদ্ধা তারিণী সূত্রধর স্বপ্নাদেশ পান, 'আমার পুজোর ব্যবস্থা কর। পাড়ার আঁকড় গাছের নীচে আমাকে রেখে আয়। আমি মা কালী, তোর ভার বইতে যাতে কোনও কষ্ট না হয় তাই এই পাথর রূপে এসেছি।' সেই সময় ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাতপাতের ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল পুরোহিত পুজো করতে অস্বীকার করেন। পরে তিনিও স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো করতে রাজি হন। স্বপ্নাদেশে স্থানীয় জমিদার গিন্নি কাদম্বরী দেবী মন্দির নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ও পুজো পরিচালনার জন্য কিছু জমি দেন। তখন থেকেই এই পুজো এলাকার মানুষ পরিচালনা করছেন।

প্রাচীন সেই প্রথা মেনে আজও সূত্রধররাই কেবল ঘট আনার অধিকারী। এই ঘট সারা বছর মন্দিরে রেখে পুজো করা হয়। পরের বছর বাৎসরিক পুজোর সময় সেই ঘট বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট আনা হয়। হট্‌নগর কালীর নামকরণ নিয়ে এলাকায় দ্বিমতও রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, 'হট্ যোগে' এক যোগী এখানেই সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এমন নামকরণ। আবার কেউ কেউ বলেন, মা কালী হঠাৎ নগরে এসেছিলেন। তাই হট্ নগর কালী নামকরণ হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মা কালীর নির্দেশে যে আঁকড় গাছের নীচে পাথর দু'টি রাখা হয়েছিল সেই গাছ আজও আছে। আশ্চর্যের বিষয় সেই গাছে কোনও কাঁটা নেই। এমনকি গাছের আদি মূলের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর পাথর দু'টি আজও সেই আঁকড় গাছের নীচে রেখে পুজার্চনা করা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় পাথর দু'টি ঋতুভেদে রং পরিবর্তন হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক দেবমাল্য হালদার জানান, হট্‌নগর কালীর পুজো উপলক্ষে এলাকা উৎসবের চেহারা নেয়। হট্‌নগর কালীকে এখানে গ্রাম্য দেবী হিসেবেই পুজো করা হয়ে থাকে। নানান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রথা মেনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আগের দিন এখানে কয়েক হাজার মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয় বলেও তিনি জানান।

পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে উদ্ধার 'মেড ইন চায়না' ড্রোন

নেপথ্যে নাশকতার ছক?

চণ্ডীগড়, ১২ নভেম্বর: পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে উদ্ধার 'মেড ইন চায়না' ড্রোন। তা নিয়েই শুরু হয়েছে চিন্তা। গোয়ান্দাদের অনুমান, ভারত সীমান্তে চিনা ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে পাকিস্তান। তার জেরেই বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তা।

অনন্তনাগের ঘটনার পরে জঙ্গি তৎপরতা বেড়েছে জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে। এবার পঞ্জাবে পাক সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম থেকে উদ্ধার হল একটি 'মেড ইন চায়না' ড্রোন । ঘটনার নেপথ্যে কি নাশকতার ছক?সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, অমৃতসরের নেস্তা গ্রাম থেকে ওই চিনা ড্রোন উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ নাগাদ গ্রামে তল্লাশি চালানোর সময় ড্রোনটি পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ দলের নজরে আসে। একটি খামারের মাঠে সেটি পড়েছিল বলে জানা গিয়েছে।গত শুক্রবার তারন জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে চিনে তৈরি একটি পাকিস্তানি ড্রোন উদ্ধার করেছিল বিএসএফ । ফের ড্রোন উদ্ধারের ঘটনায় সীমান্তগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সেনার তরফে। সতর্ক পুলিশও। তবে কেন ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল, মাদক পাচার না নাশকতা জন্য, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত শুরু হয়েছে।প্রসঙ্গত, গতকাল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সন্দেহভাজন ৬ ইসলামিক স্টেট জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে এএনআই। গোয়েন্দাদের দাবি, গোটা ভারতে হামলার ছক ছিল অভিযুক্তদের। অন্য দিকে শুক্রবার সাত ইসলামিক স্টেট জঙ্গির বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে এএনআই।

বিদেশমন্ত্রীর ব্রিটেন সফরে কি মুক্ত বাণিজ্যের জট খুলবে?

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: দীপাবলির ঠিক মুখে আজ পাঁচ দিনের সরকারি সফরে ব্রিটেন সফরে গেলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জয়শঙ্করের সফরে ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির প্রশ্নে জট কিছুটা খুলবে কি না, সেদিকে তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল। বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই সফর ঘোষণার পরে বলা হয়েছে, 'ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তৈরি হয়েছে ২০৩০ পর্যন্ত ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে রোডম্যাপ। দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে নতুন মাত্রা দেবে জয়শঙ্করের সফর। তিনি বৈঠক করবেন সে দেশের বিদেশসচিব জেমস ক্লেভারলি-র সঙ্গে। ঋষি সুনাক সরকারের অন্য আধিকারিকদের সঙ্গেও তাঁর কথা হবে।'

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই জাপান, কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো ১৩টি দেশ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি করেছে ভারত। তার বাইরে ব্রিটেনের মতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, কানাডা, আমেরিকা ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশের গোষ্ঠী-সহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে কেন্দ্র।

(এস জয়শঙ্কর-ছবি-প্রতীকি)

তবে ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা 'ডেটা লোকালাইজেশন' সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে। অর্থাৎ ভারত চায়, এ দেশে বাণিজ্য করতে আসা ব্রিটিশ সংস্থাগুলি এখানকার পরিষেবাজাত তথ্য যেন নিজেদের ঘরে না নিয়ে নেয়। বিষয়টির নিরাপত্তাগত দিক রয়েছে। তা ছাড়া, ভারতীয় বাজার এবং উপভোক্তা সংক্রান্ত বিপুল তথ্য বিদেশে চলে যাক, এটা চায় না নয়াদিল্লি। সে ক্ষেত্রে ভারতের দাবি, ব্রিটিশ সংস্থাগুলিকে ভারতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানীয় সার্ভার তৈরি করতে হবে, যা খরচ সাপেক্ষ।

ঋষি সুনাক ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গত এক বছর ধরে এই নিয়ে দর কষাকষি চলছে। জয়শঙ্করের এই সফর তার অঙ্গ হিসাবেই মনে করা হচ্ছে। ব্রিটেন চাইছে, ভারতের সরকারি বরাতের ক্ষেত্রেও তাদের সংস্থাগুলি যেন দরপত্র দিতে পারে। এটাও চুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটি জট। আবার ভারতও ব্রিটেনের বাজারের আরও বেশি নাগাল পেতে চাইছে। নয়াদিল্লি এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে, ব্রিটেন স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিষেবার প্রবেশের পথ আরও প্রশস্ত করলে তবেই তারা ব্রিটেনের হুইস্কি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় দেবে।

'যৌনকর্মী' শব্দটি বাদ দিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট, বদলে থাকল 'ট্র্যাফিকড ভিকটিম'

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: এবার 'যৌনকর্মী' শব্দটি এবার বাতিলের খাতায় রাখতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের তরফে লিঙ্গভিত্তিক শব্দ এড়িয়ে সরকারি ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এবার সেই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল 'যৌনকর্মী' শব্দটিও। শীর্ষ আদালতের তরফে শব্দ ব্যবহার বিধির যে হ্যান্ডবুক প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে যৌনকর্মীর বদলে 'ট্র্যাফিকড ভিকটিম' বা 'পাচারের শিকার বা রক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি', 'বাণিজ্যিকভাবে যৌন পরিষেবা প্রদানকারী' কিংবা 'যৌন নিগ্রহের শিকার' বা 'যৌন হেনস্তায় বাধ্য হওয়া ব্যক্তি' হিসাবে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে।মানব পাচার প্রতিরোধে কাজ করা একাধিক অসরকারি সংগঠনের তরফে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে এই অভিমত জানিয়েছে কোর্ট। আবেদনে বলা হয়, 'যৌনকর্মী' বা 'গণিকা' বলতে প্রধানত একটি লিঙ্গের মানুষকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষও তা-ই বিশ্বাস করেন। তারই বিরুদ্ধে আর্জি জানায় সংগঠনগুলি। এবার তাতেই সায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের হ্যান্ডবুকে 'যৌনকর্মী' শব্দ বদলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তারা জানাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে যৌন কর্মীদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ কমবে। সেই সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্যও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কর্মসূত্রে যাঁরা বাড়ি ছাড়া তাঁরা সকলেই দীপাবলি উপলক্ষ্যে কর্মক্ষেত্র থেকে নিজের বাড়ি ফিরতে চান। সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে পরিযায়ী শ্রমিক, এই সময় ঘরের টান এড়াতে পারেন না কেউই। উৎসবের মরশুমে সবাই চান বাড়িতে নিজের পরিবারের কাছে থাকতে। তাই প্রতিবারই দীপাবলির আগে দূরপাল্লার ট্রেনগুলি থাকে ভিড়ে ঠাসা।

গাজায় ইজরায়েলি হামলায় আমেরিকাকে তোপ ইরানের

গাজা, ১২ নভেম্বর: গাজায় ইজরায়েলের হামলা নিয়ে এবার সরাসরি আমেরিকাকে তোপ দাগলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। সম্প্রতি মধ্য গাজার আল শিফা নামে একটি হাসপাতালে যুদ্ধের মর্মান্তিক ছবি সামনে এসেছে। যুদ্ধের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে দুই সদ্যোজাত। আশঙ্কাজনক অবস্থা আরও ৪৫ শিশুর। এই পরিস্থিতিতে ইরানের প্রেসিডেন্ট আমেরিকাকে তোপ দেগে জানান, ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের জন্য দায়ী আমেরিকা। তাঁর দাবি, গাজায় সামরিক অভিযানের অভিযোগে সত্ত্বর ইজরায়েলের তেল ও পণ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত।

সম্প্রতি সৌদি আরবে আয়োজিত আরব-ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে গাজার পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। সেখানেই ইজরায়েলকে সামরিক ভাবে সাহায্য করার জন্য আমেরিকার তীব্র নিন্দা করে দাবি করেন, ইহুদিরা অবরুদ্ধ গাজায় সাতটি পারমাণবিক বোমার সমান বোমা ফেলেছে। ইজরাইল আমেরিকার অবৈধ সন্তান বলে তোপ দেগে রাইসি দাবি করেন, 'মার্কিন সরকার এর প্রধান অপরাধী এবং সহযোগী। হাজার হাজার প্যালিস্তিনীয় শিশুদের পবিত্র জীবন নয়, বরং ওদের সমর্থন করেছে আমেরিকা।' তাঁর আরও দাবি, 'ইহুদি শাসককে গাজার নিরপরাধ, অসহায় জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযান চালাতে প্ররোচনা দিয়েছে মার্কিন সরকার, এমনকি এই বর্বোরচিত ঘটনাকে বৈধ প্রতিরক্ষামূলক নীতি বলেও ঘোষণা করেছে।'

গাজার হাসপাতালে মৃত্যুর মুখে আশঙ্কাজনক ৪৫টি শিশু

গাজা, ১২ নভেম্বর: একমাস হয়ে গেল হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষ চলছেই। এই পরিস্থিতিতে মধ্য গাজার আল শিফা হাসপাতালে শিহরণ জাগনোর মতোর ঘটনা সামনে এসেছে। যুদ্ধের মধ্যে পড়ে ইতিমধ্যেই দুই সদ্যোজাতের প্রাণ গিয়েছে। আশঙ্কাজনক আরও ৪৫টি শিশু। ইজরায়েলি বাহিনীর হামলায় জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহও স্তব্ধ রয়েছে! ওই শিশুদের হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিতে তৈরি বলে এর মধ্যেই ইজরায়েলি সেনা ঘোষণা করেছে। তেল আভিভের সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, রবিবারই ওই শিশুদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, ইজরায়েল আগেই গাজাজুড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ আগেই ছিন্ন করে দিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে জেনারেটরের ওপরই ভরসা ছিল। কিন্তু জ্বালানির অভাবে এবার সেগুলোও কাজ করা বন্ধ হয়ে দিয়েছে। হাসপাতালের ইনকিউবেটরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা শিশুদের মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে। এই ইজরায়েলি সেনার আশ্বাসে তাদের একটু স্বস্তি মেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সংঘর্ষ শুরুর পর কেটে গিয়েছে একমাসেরও বেশি সময়। এই ক'দিনে বার বার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হলেও, তা খারিজ করেছে ইজরায়েলি সরকার। আর প্রতি বারই ফুটে উঠেছে অসহায় মানুষদের বিপন্নতার ছবি।

বয়স্ক বাবা-মায়ের দেখভাল শুধু কর্তব্য নয়, সন্তান আইনত দায়িত্ব পালনে বাধ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপহার হিসেবে সব সম্পত্তি মেয়ে-জামাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন বয়স্ক বাবা-মা। অভিযোগ, তার পরেই বাবা-মায়ের প্রতি অবহেলা শুরু হয়। তার প্রেক্ষিতেই কর্নাটক হাই কোর্টের মন্তব্য, বৃদ্ধ বাবা, মায়ের দায়িত্ব নেওয়া, তাঁদের দেখভাল করা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য। সন্তান বৃদ্ধ বাবা, মায়ের দেখভাল করতে আইনগত ভাবেও বাধ্য। বাবা, মায়ের সম্পত্তি যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা উপহার হিসাবে সন্তান পেয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা থাকে আরও বেশি।

কর্নাটকের তুমাকুরু জেলার বাসবপটনা গ্রামের বাসিন্দা কবিতা। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিবাহিত কন্যাকে বৃদ্ধ দম্পতি নিজেদের সম্পত্তি উপহার হিসাবে দিয়ে দেন। কিন্তু পরে সেই মেয়ের বিরুদ্ধেই অবজ্ঞা, অবহেলার অভিযোগে তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ, মেয়ে এবং জামাই তাঁদের দেখেন না। উল্টে সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এই অভিযোগের বিরোধিতা করে কবিতা এবং তাঁর স্বামী জানান, তাঁরা বাবা, মায়ের দেখভাল করছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন বলেও দাবি করেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে জানান, সম্পত্তি যখন উপহার হিসাবে হস্তান্তরিত হয়েছিল, তার শর্ত হিসাবে বাবা, মায়ের দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা ছিল। কিন্তু মেয়ে তা করেননি। উল্টে বৃদ্ধ দম্পতিকে শারীরিক নিগ্রহের প্রমাণও মিলেছে। তাই ওই উপহার বাতিল করে দেন তিনি।

মন্তব্য কর্নাটক হাই কোর্টের

এর পরেই আদালতের দ্বারস্থ হন বৃদ্ধের মেয়ে ও জামাই। সেখানে তাঁদের যুক্তি ছিল, বাবা, মায়ের চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা তাঁরা খরচ করেছেন। তাই সম্পত্তি বাতিল করে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। কর্নাটক হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ সম্পত্তি বাতিলের পক্ষেই রায় দেন। চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান দম্পতি। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বয়স্ক বাবা, মায়ের দেখভাল করার অর্থ তাঁদের দয়া করা নয়। এটি সন্তানের আইনগত বাধ্যবাধকতা। এ প্রসঙ্গে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, রাষ্ট্রপুঞ্জের আইনের দৃষ্টান্তও দেয় আদালত।

দীপাবলিতে প্রবল ভিড় ট্রেনে, উঠতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: দীপাবলির আগে দূরপাল্লার ট্রেনগুলোর জেনারেল কামরার ছবি ভয়াবহ। তিল ধারণের জায়গা থাকে না। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকতেই জেনারেল কামরায় ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কেউ কারও দিকে নজর দেন না, উদ্দেশ্য কোনও রকমে ট্রেনে ওঠা। সুরাত স্টেশনে তেমনই ঘটনার জেরে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই 'দুরবস্থা'র ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। বহু ভুক্তভোগী সোশ্যাল মিডিয়ায় রেলের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। কেউ লিখছেন, কনফার্ম টিকিট থাকার পরেও ট্রেনে উঠতে পারেননি। কেউ আবার লিখছেন, দীপাবলিতে বাড়িই ফিরতে পারলেন না। কারও অভিযোগ, প্রতি বছর একই ঘটনা ঘটে। তবুও রেল কোনও ব্যবস্থা নেয় না। কেন বাড়তি ট্রেন চালানো হয় না, প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। জানা গেছে, শনিবার সুরাতের এমন ঘটনায় এক ৪০ বছরের ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন অনেকেই। পদপিষ্টে আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে দীপাবলি কাটাবেন!

'ভারতের সঙ্গে লড়তে চায় না কানাডা, তবে...' কূটনীতিকদের ফিরিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ট্রুডো

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না কানাডা। ভারত থেকে কানাডিয়ান কূটনীতিকদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এমনটাই জানালেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এ বিষয়ে নয়াদিল্লির ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয় কানাডা। তারা ভিয়েনা কনভেনশনের শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে ভারতের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গত কয়েক দিনে ৪০ জন কানাডিয়ান কূটনীতিক নয়াদিল্লির অনুরোধে ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, "বড় বড় দেশগুলি যদি এ ভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙতে শুরু করে, তবে এই পৃথিবী সকলের জন্য আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে।"হরদীপ সিংহ নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে কানাডা। সেই অবস্থানে তারা এখনও অনড়।

সময়ের মধ্যে আধারের সঙ্গে লিংক হয়নি, বাতিল ১১কোটি প্যান কার্ড

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: প্যান কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগ করার জন্য এ বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দিয়েছিল আয়কর বিভাগ। সময়সীমা মেনে আধারের সঙ্গে সংযোগ হয়নি। ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে দেশের সাড়ে ১১ কোটি নাগরিকের প্যান কার্ড। তথ্যের অধিকার আইনে করা একটি প্রশ্নের জবাবে আয়কর বিভাগ এই তথ্য জানিয়েছে। জানানো হয়েছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আধার-প্যান সংযোগ না করলে বাতিল করা হবে প্যান কার্ড। তথ্যের অধিকার কর্মী চন্দ্রশেখর গৌড় এই বিষয় নিয়ে আয়কর দফতরের কাছে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া, এই ক্ষেত্রে নতুন করে প্যান কার্ড চালুর জন্য হাজার টাকা জরিমানার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গৌড়।

আয়কর দপ্তর জানিয়েছে, দেশে ৭০ কোটি ২৪ লক্ষ নাগরিকের প্যান কার্ড ছিল। তবে আধারের সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছে ৫৭ কোটি ২৫ লক্ষ প্যান কার্ডের। সাড়ে ১১ কোটি প্যান কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভোট ভারতের

ইজরায়েল, ১২ নভেম্বর: প্রায় ৩৫ দিন পরও যুদ্ধ অব্যাহত। সেই নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল দ্বিধাবিভক্ত। শুরু থেকেই অনেকেই ইজরায়েলকে সমর্থন করলেও, একে একে বেশিরভাগই যুদ্ধবিরতির পক্ষে সওয়াল করতে শুরু করেছেন। এমতবস্থায় রাষ্ট্রপুঞ্জে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিল ভারত। দিল্লি প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি দখলদারির তীব্র নিন্দা করল।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইজরায়েল বনাম প্যালেস্টাইনের হামাস সংগঠনের মধ্যে গত একমাসব্যাপী যুদ্ধে গাজায় ১১ হাজার ৭৮ জন প্যালেস্তিনীয় নাগরিক মারা গিয়েছেন। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫০৬ শিশুও রয়েছে। ১৫০০ শিশু ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে একে একে সরব হতে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক মহল।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবও পেশ করা হয়। জোর করে প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের বসতি গড়ে তোলার নিন্দা করা হয়। পূর্ব জেরুজালেম থেকে সিরিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে অধিগ্রহণ করে রাখা গোলানে ইজরায়েলি কার্যকলাপের নিন্দা করে এহেন প্রস্তাব আনা হয়। ইজরায়েলের নিন্দা প্রস্তাবে সপক্ষে ১৪৫টি দেশ ভোট দেয়। ভারতও তার মধ্যে রয়েছে। ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে আমেরিকা এবং কানাডা সহ আটটি দেশ। ভোটদান থেকে বিরত থেকেছে ১৮টি দেশ।

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর যুদ্ধের শুরুতেই ইজরায়েলের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল ভারত। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিবৃতি দিয়ে জানান, যা ভারতের এযাবৎকালীন বিদেশনীতির পরিপন্থী ছিল। এরপর বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, ভারত প্যালেস্টাইনের পক্ষেই। শুধু হামাস যেসব করছে, সেই কার্যকলাপের বিরোধী। তখন গাজায় শান্তি ফেরানোর প্রস্তাব উঠলে, ভোটদানে বিরত ছিল দিল্লি।

কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধ শুরুর পর প্রায় ৩৫ দিনের বেশি পেরিয়ে গিয়েছে। ইজরায়েলি বাহিনীর হানায় শুধুমাত্র গাজাতেই ১১ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন, এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু। প্রাণহানি ঘটেছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কেও। এমনকি গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল আল শিফাকে অবরুদ্ধ করে রাখা, সেখানে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির সরবরাহ বন্ধ রাখার অভিযোগ উঠেছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। তাতে ইতিমধ্যেই দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। এখানেই শেষ নয়, কোনও মুভমেন্ট করতে দেখলেই স্নাইপাররা এলোপাথারি গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন, হাসপাতালে ড্রোন হামলাও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, ইজরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১৯৮ জন চিকিৎসা কর্মী মারা গিয়েছেন, ৫৩টি অ্যাম্বুল্যান্স পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। হামাসের হামলায় ইজরায়েলের ১৬০০ নাগরিক মারা গিয়েছেন বলে প্রথমে দাবি করলেও, সম্প্রতি সেই সংখ্যা পরিবর্তন করে তারা জানায়,১২০০ জন মারা গিয়েছেন। এমতবস্থায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল মাকরঁও যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়েছেন। তাতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু। ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকাকে দায়ী করেন ইরানে প্রেসিডেন্ট রাইসি।

রোহিত ছাড়িয়ে গেলেন ডি ভিলিয়ার্স, মরগানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছক্কা, ছক্কা আর ছক্কা;ক্রিকেট খেলাটাই এখন যেন এমন হয়ে গেছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকেই ছক্কা মেরে যাচ্ছেন যখন-তখন। সেই সব ছক্কাবাজদের অন্যতম রোহিত শর্মা। ভারতের ওপেনার যেন ছক্কা মেরেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান!

ওয়ানডে ক্রিকেটে ছয় মারার প্রসঙ্গে এলে সবার আগে আসবে শহীদ আফ্রিদির নাম। ওয়ানডেতে ৩৫১টি ছয় মেরেছেন পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার। ৩৩১টি ছক্কা মেরে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ক্রিস গেইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই মারকুটে ব্যাটসম্যানের পরই ছক্কা মারায় আছেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

তবে এক বছরে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডে এত দিন সবার ওপরে ছিলেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। আজ '৩৬০ ডিগ্রি' খ্যাত প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানকে পেছনে ফেলেছেন

রোহিত। বেঙ্গালুরুতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ইনিংসের সপ্তম ওভারে কলিন অ্যাকারম্যানের বলে রোহিত যে ছক্কাটি মেরেছেন, সেটি এ বছরে তাঁর ৫৯তম।

এক বছরে এর চেয়ে বেশি ছক্কা এর আগে কেউ মারেনি। এত দিন সর্বোচ্চ ছিল ডি ভিলিয়ার্সের ৫৮ ছয়, যা তিনি ২০১৫ সালে মেরেছিলেন। ২০১৯ সালে শুবমান গিল মারেন ৫৬টি ছক্কা। ২০০২ সালে ৪৮ ছক্কা মেরে এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে শহীদ আফ্রিদি। এ বছরই ৪৭টি ছক্কা মেরে তালিকার পঞ্চম স্থানে আছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ ওয়াসিম।

এক বছরে সবচেয়ে বেশি ছয়ের পাশাপাশি অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপের এক আসরে বেশি ছয়ের রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন রোহিত। ২০১৯ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের এউইন মরগান মেরেছিলেন ২২ ছক্কা। আজ রোহিত মেরেছেন ২৩তম ছক্কা।

বাবরকে 'বলির পাঁঠা' না বানানোর আহ্বান ওয়াসিম আক্রমের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে শেষ ম্যাচে অসম্ভব এক সমীকরণই মেলাতে হতো বাবর আজমদের। সেটি নিয়ে তাই কারোরই আশা ছিল না। তাই বলে পাকিস্তান ইংল্যান্ডের সঙ্গে ৯৩ রানের বিরাট ব্যবধানে হারবে;প্রত্যাশিত ছিল না এটিও। পাকিস্তান এবারের বিশ্বকাপ শেষ করল ৫টি হার দিয়ে। বিশ্বকাপের নির্দিষ্ট কোনো আসরে এটিই পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক হার, যা পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে আসরই নির্দেশ করছে।

এত বাজে ফলের পর বেশির ভাগ পাকিস্তানি বিশ্লেষকই দুষছেন অধিনায়ক বাবর আজমকে। তাঁর অধিনায়কত্বের ধরন আগে থেকেই প্রশ্নের মুখে। এবার প্রশ্নের মুখে তাঁর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সও। ৯ ম্যাচে বাবরের ব্যাট থেকে এসেছে ৩২০ রান। ২০১৯ বিশ্বকাপে এর চেয়ে ১৫৪ রান বেশি করেছিলেন তিনি। অধিনায়কত্ব তো বটেই, ব্যাট হাতে নিজের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও বাবর এবার পিছিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা তাঁকে রীতিমতো ধুয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাঁকে নিয়ে চলছে সমালোচনা।

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ওয়াসিম আকরাম অবশ্য দলগত বিশ্বকাপ, ব্যর্থতার জন্য এক বাবর আজমকে 'বলির পাঁঠা' বানানো উচিত নয় বলে মনে করেন। পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেল 'এ স্পোর্টসে' বিশ্লেষকের ভূমিকায় থাকা আকরাম পাকিস্তান দলের ব্যর্থতাকে সম্মিলিত ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন, 'অধিনায়ক একা মাঠে খেলে না। হ্যাঁ, এটা ঠিক, অধিনায়ক হিসেবে বাবর কিছু ভুল করেছে। এশিয়া কাপেও, বিশ্বকাপেও। কিন্তু একা তাঁকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। পাকিস্তানের এবারের ব্যর্থতা গোটা সিস্টেমের সমস্যা। এক বছর ধরে পাকিস্তান ক্রিকেট যেভাবে চলেছে, সেটি এ জন্য দায়ী। ক্রিকেটাররা কেউই জানত না, তাদের কোচ কে! এখন বাবরকে একা যদি সবকিছুর জন্য দায়ী করে তবলির পাঁঠাদ বানানো হয়, সেটি খুবই বাজে ব্যাপার হবে।'

ওয়াসিম আকরাম মনে করেন, অধিনায়কত্বের চাপ বাবরের পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, 'বাবর আমাদের বড় তারকা। সে যখন রান পায়, তখ ন পুরো জাতি আনন্দে মেতে ওঠে। পাকিস্তানিরা গর্বিত হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, অধিনায়কত্বের চাপটা বাবরের পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। তাঁকে বেশ ক্লান্তও মনে হচ্ছে। বিশ্বকাপ আর এশিয়া কাপ;দুটি টুর্নামেন্টেই এমন মনে হয়েছে। এখ ন তাঁকে চাপ সামলানোর উপায় জানতে হবে। ব্যাটিংয়ের সময় জানতে হবে, কীভাবে সে শুধু একজন সাধারণ ব্যাটসম্যান হিসেবে ভাববে। তবে এটা বলা যত সহজ, করা তত কঠিন।'

বাটলারকে অধিনায়ক রেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের ইংল্যান্ড দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি: হতাশাজনক এক বিশ্বকাপ শেষ করেছে ইংল্যান্ড। ২০১৯ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা হয়তো টুর্নামেন্ট শেষ করতে যাচ্ছে পয়েন্ট তালিকার ৭ নম্বরে থেকে। জিততে পেরেছে শুধু বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস ও পাকিস্তানের বিপক্ষে।

এমন অপ্রত্যাশিত এক টুর্নামেন্ট শেষ করার ১২ ঘণ্টা পরই ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন জস বাটলারই। বিশ্বকাপ স্কোয়াডের মাত্র ছয় ক্রিকেটার ক্যারিবিয়ান সফরের ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন। ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন ওলি পোপ, পেসার জন টার্নার ও জশ টাং।

জস বাটলার, হ্যারি ব্রুক, গাস অ্যাটকিনসন, লিয়াম লিভিংস্টোন, স্যাম কারেন, ব্রাইডন কার্স;বিশ্বকাপ দলে থাকা এই ছয়জন ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন। মঈন আলী, আদিল রশিদ ও ক্রিস ওকস কেউই ওয়ানডে দল ডাক পাননি। তবে তাঁরা টি-টোয়েন্টি দলে আছেন। টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দুই সংস্করণ থেকেই বাদ পড়েছেন বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ডেভিড ম্যালান। জনি বেয়ারস্টো, জো রুট ও মার্ক উডকে জানুয়ারির ভারত সফরে খেলানোর জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দল থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান;জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট ও ওলি পোপের তিনজনই এখন ওয়ানডে দলে সুযোগ পেলেন। আছেন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা না পাওয়া উইল জ্যাকস ও ফিল সল্টও। কোনো সংস্করণের দলেই নেই জফরা আর্চার। তিনি ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে রিজার্ভ হিসেবে ছিলেন।

ওয়ানডেতে অনেক নতুন প্রজন্মের পেসারদের ওপরই ভরসা রেখেছেন নির্বাচকেরা, যা নিয়ে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনা নির্বাহী রব কি বলেছেন, 'ইংলিশ ক্রিকেটে দুর্দান্ত এক যুগের জন্য এসব বোলারদের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আমরা বাজি ধরেছি, তাদের ওপরই আমরা বিনিয়োগ করতে যাচ্ছি।' আদিল রশিদের জায়গায় ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন তরুণ লেগ স্পিনার রেহান আহমেদ। টি-টোয়েন্টিতে আছেন দুজনই।

আগামী ৩ থেকে ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তিনটি ওয়ানডে খেলবে ইংল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে বাটলারের দল। সেই সিরিজ হবে ১২ থেকে ২১ ডিসেম্বরের মধ্য। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনা নির্বাহী রব কি ও প্রধান নির্বাচক লুক রাইট পাকিস্তান ম্যাচের আগেই এই স্কোয়াড তৈরি করেছেন। ইংল্যান্ডের ভাগ্য বদলাতে অধিনায়ক বাটলার ও কোচ ম্যাথু মটের ওপরই ভরসা রাখছেন তাঁরা। ক্যারিবীয় সফর শেষে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের আগে আর ওয়ানডে নেই ইংল্যান্ডের।

ওয়ানডে স্কোয়াড জস বাটলার (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, গাস অ্যাটকিনসন, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, স্যাম কারেন, বেন ডাকেট, টম হার্টলি, উইল জ্যাকস, লিয়াম লিভিংস্টোন, ওলি পোপ, ফিল সল্ট, জশ টাং, জন টার্নার।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড জস বাটলার (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, মঈন আলী, গাস অ্যাটকিনসন, হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারেন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, লিয়াম লিভিংস্টোন, টাইমাল মিলস, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, জশ টাং, রিস টপলি, জন টার্নার, ক্রিস ওকস।

পাকিস্তানকে বারবার খোঁচানোর কারণ জানালেন বীরেন্দ্র সেহবাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুযোগ পেলেই পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে খোঁচা দিতে দেখা যায় বীরেন্দর শেবাগকে। বিভিন্ন সময় পাকিস্তানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করে পরিস্থিতি উত্তপ্তও করেছেন ভারতের সাবেক এই ওপেনার। এই তো দুদিন আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার হারের পর শেবাগ টুইট করে লিখেছিলেন, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ। বাড়ি ফেরায় বিমান ভ্রমণ নিরাপদ হোক।' এ সময় 'বাই বাই পাকিস্তান' লেখা একটি ছবিও জুড়ে দেন শেবাগ।

পোস্টটি সামনে আসার পর থেকেই আলোচনায় শেবাগ। এর মধ্যে টুইটারে আরেকটি পোস্ট দিয়ে হাসিঠাট্টা করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন শেবাগ। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন সময় পাকিস্তানিদের কটাক্ষের কারণেই তাঁর এমন রুদ্রমূর্তি। এ সময় বেশ কয়েকটি ঘটনাও তুলে ধরেন শেবাগ। পোস্টে তুলনামূলক দুটি ছবিও জুড়ে দেন।

একটি ছবিতে দেখা যায় ২০২২ সালের ১০ নভেম্বর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পোস্টের স্ক্রিনশট। যেখানে ভারতকে ১০ উইকেটে হারানো দুটি দল পাকিস্তান (পাকিস্তান হারিয়েছিল মূলত আগের বিশ্বকাপে) ও ইংল্যান্ডের ফাইনাল খেলার দিকে ইঙ্গিত দেন শাহবাজ। অন্য ছবিটি ছিল শেবাগের পাকিস্তানকে বিদায় জানানোর পোস্টের স্ক্রিনশট। এই ছবি দুটির নিচে লেখা ছিল, 'প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।'

আর মূল পোস্টের শুরুতে শেবাগ একুশ শতকে বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান দুই দলের পারফরম্যান্সের তুলনা করেছেন এভাবে, '২১ শতকে ছয়টি বিশ্বকাপ হয়েছে। এই ছয়বারের মধ্যে শুধু ২০০৭ সালে আমরা সেমিফাইনালে যেতে পারিনি। বাকি পাঁচবারই আমরা সেমিফাইনালে খেলেছি। অন্যদিকে এই ছয়বারে পাকিস্তান শুধু একবার সেমিফাইনাল খেলেছে, ২০১১ সালে। আর তারা কিনা আইসিসি এবং বিসিসিআইয়ের ওপর বল ও পিচ বদলানোর হাস্যকর অভিযোগ করে।'

এরপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর করা কটাক্ষের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শেবাগ লিখেছেন, 'তাদেরকে হারানোর পর আমরা যখ ন অন্য দলের বিপক্ষে হারি, তখন তাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। তাদের খে লোয়াড়েরা হায়দরাবাদে চা খাওয়ার ছবি পোস্ট করে আমাদের সৈনিকদের নিয়ে ঠাট্টা করে।'

ঘৃণার জবাব ঘৃণা দিয়ে দেওয়া হবে মন্তব্য করে শেবাগ আরও লিখেছেন, 'পিসিবির প্রধান ক্যামেরার সামনে আমাদের দেশকে বলে দুশমন দেশ। আর ঘৃণার বিনিময়ে তারা ভালোবাসা দাবি করে। যারা আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, তাদের সঙ্গে আমরাও খুব ভালো। কিন্তু যারা এমন আচরণ করে, তাদের সেটা সুদসহ বুঝিয়ে দেওয়া হলো আমার জবাব দেওয়ার প্রক্রিয়া। মাঠে ও মাঠের বাইরেও।'

অনেক ভারতীয় সমর্থক এই পোস্টে শেবাগকে সমর্থন দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'মাঠে খেলার সময়ও পাকিস্তানকে তুমি জবাব দিতে। এখনো তাই দিয়ে যাচ্ছ।' আরেকজন লিখেছেন, 'এক হাতে পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই।'

'মৌসুমের সেরা ম্যাচে' ভ্যালেন্সিয়ার জালে রিয়াল মাদ্রিদের ৫ গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগায় আগের ম্যাচে রায়ো ভায়েকানোর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করায় একটু চাপেই ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষেও পয়েন্ট হারালে শীর্ষে থাকা জিরোনার সঙ্গে ব্যবধান আরও বেড়ে যেত। তবে আগের ম্যাচে ড্রয়ের ধাক্কা সামলে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রিয়াল। ভ্যালেন্সিয়াকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা।

রিয়ালের বড় জয়ে দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন দুই ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগো। আর অন্য গোলটি এসেছে দানি কারভাহালের কাছ থেকে। জয়ের পর এই ম্যাচকে নিজেদের মৌসুমসেরা ম্যাচ বলেও মন্তব্য করেছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বল দখল ও আক্রমণ;সব জায়গাতেই এগিয়ে ছিল রিয়াল। এদিন ম্যাচের শুরুতে গোলও পেয়ে যায় তারা। তিন মিনিটের মাথায় টনি ক্রুসের লম্বা করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন কারভাহাল। এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলেই রাখে রিয়াল। আট মিনিটের মাথায় পেয়ে যেতে পারত দ্বিতীয় গোলটিও। তবে ক্রুসের ফ্রি-কিক থেকে নেওয়া শট ফিরে আসে বারে লেগে।

রিয়ালের দাপটের মাঝে সমতা ফেরানোর সুযোগ এসেছিল

ভ্যালেন্সিয়ার সামনেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিয়াল গোলরক্ষকের বাধা পেরোতে পারেনি তারা। ১৫ মিনিটের মধ্যে অন্তত দুবার নিশ্চিত গোলের সুযোগ ফিরিয়ে দিয়েছেন রিয়াল গোলরক্ষক লুনিন। ৪২ মিনিটে রিয়ালকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন ভিনিসিয়ুস। রদ্রিগোর ক্রসে প্রায় মাটিতে শুয়ে ভিনিসিয়ুস বুক দিয়ে বল ঠেলে দেন জালের দিকে। দুই গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রিয়াল।

বিরতির পর ২ মিনিটের মধ্যে দুই গোল আদায় করে নেয় রিয়াল। ৪৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করে দলকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস। পরের মিনিটে গোলরক্ষকের ভুলে বল পেয়ে রিয়ালকে চতুর্থ গোল এনে দেন রদ্রিগো। ৮৪ মিনিটে সেই রদ্রিগোই রিয়ালের হয়ে করেন পঞ্চম গোলটি। ফ্রান গার্সিয়ার কাছ থেকে বক্সের ভেতর বল পেয়ে ভ্যালেন্সিয়ার এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। শেষ দিকে ভ্যালেন্সিয়ার হয়ে এক গোল শোধ করে হুগো দুরো।

দারুণ এই জয়ের পর ম্যাচকে নিজেদের মৌসুমসেরা উল্লেখ করে রিয়াল কোচ আনচেলত্তি বলেছেন, 'আজ আমরা এখন পর্যন্ত মৌসুমের সেরা ম্যাচ খেলেছি। আমরা হয়তো প্রথম ১৫ মিনিট আরও ভালোভাবে রক্ষণ সামলাতে পারতাম। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে আমাদের জন্য নিখ ুঁত একটি ম্যাচ ছিল।'

এই ম্যাচে দারুণ খেলেছেন ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো। তাদের সেরা ছন্দে দেখে উচ্ছ্বসিত আনচেলত্তি বলেছেন, 'ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো তাদের সেরা ছন্দে ফিরে এসেছে। শেষ দুই ম্যাচে তারা খুবই ভালো খেলেছে। তারা ভালোভাবে জুটি বেঁধেছে, জায়গা বের করেছে এবং দারুণ মানসম্পন্ন ফুটবল খেলেছে। আপনারা বলতে পারেন তারা ফিরে এসেছে।'

এদিন রিয়ালের হয়ে গোল মুখ খুলেছেন দানি কারভাহাল। তাঁকে নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, 'কারভাহাল তার পজিশনে খুবই অভিজ্ঞ। বলসহ কিংবা বল ছাড়াও সে দারুণ একজন ফুলব্যাক। সে দারুণ একটি গোল করেছে।'

'বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের ব্যর্থতার দায় আমার'

নিজস্ব প্রতিনিধি: চরম হতাশার এক বিশ্বকাপ কেটেছে ইংল্যান্ডের। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে ভারতে গিয়ে প্রথম পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে। টুর্নামেন্ট শেষ করেছে পয়েন্ট তালিকার ৭ নম্বরে থেকে। জস বাটলারের দল জিততে পেরেছে শুধু বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস ও পাকিস্তানের বিপক্ষে।

যে দলটি গত ৮ বছরে আধুনিক ক্রিকেটের সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছে, যে দলটিকে এবারের বিশ্বকাপেও অন্যতম ফেবারিট ভাবা হচ্ছিল, সেই দলটির হঠাৎ অধঃপতন নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। অনেকেই ব্যর্থতার দায় পুরোপুরি খে লোয়াড়দের ওপর চাপিয়েছেন। তবে দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি সব দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন।

বাটলার,বেয়ারস্টোদের বাজে পারফরম্যান্সের 'ময়নাতদন্ত' করতে গত বুধবার ভারতে পৌঁছেছেন কি। কলকাতায় পাকিস্তানের বিপক্ষে সান্ত্বনাসূচক জয়টি মাঠে বসেই দেখে ছেন। আর আজ সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন।

অধিনায়ক বাটলার ও সাদা বলের প্রধান কোচ ম্যাথু মটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কি বলেছেন, 'ভুলটা তাদের নয়। কাউকে যদি দোষারোপ করতে হয়, তাহলে আমাকে করুন।'

সব দায় কেন নিজের ওপর চাপালেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ৪৪ বছর বয়সী সাবেক ক্রিকেটার, 'জস বাটলার ও ম্যাথু মটের সমালোচনা আমি করতে পারি না। তাদের প্রতি কঠোর হওয়াও ঠিক হবে না। কারণ, দল ৫০ ওভারের সংস্করণকে বেশি গুরুত্ব দেবে নাকি টেস্ট ও টি,টোয়েন্টিকে, এমন সব সিদ্ধান্ত আমি একাই নিয়েছি। আমি সব সময় টেস্ট ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। বিশ্বকাপের জন্য সেরা দলকে তাদের সঙ্গে প্রস্তুতির সুযোগ দিইনি।'

গত এক বছরে কোচ মট ও অধিনায়ক বাটলার পূর্ণশক্তির ওয়ানডে দল নিয়ে খেলতে পেরেছেন মাত্র একটি সিরিজে। সেটাও গত সেপ্টেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, যা বিশ্বকাপের আগে তাদের শেষ সিরিজ ছিল।

অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ সফরে পাঠিয়েছিল খ র্বশক্তির দল। যেসব খেলোয়াড় তিন সংস্করণেই খেলে থাকেন, তাঁদের ওপর থেকে চাপ কমাতে গত এক বছরের বেশির ভাগ সময় শুধু টেস্ট খেলানো হয়েছে, ওয়ানডে ও টি, টোয়েন্টিতে দেওয়া হয়েছিল বিশ্রাম।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের বছরে খে লোয়াড়দের পর্যাপ্ত ওয়ানডে খে লতে না দেওয়াও ইংল্যান্ডের ভরাডুবির অন্যতম কারণ বলে মনে করেন কি, 'আমি অনেক ভুল করেছি। বিশেষ করে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু বেশিই ভেবেছি। ভুল করার পরও ভেবেছিলাম এখানে (ভারতে) আসার পর সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা হয়নি।'

২০১৫ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কাছে হেরে ছিটকে পড়ার পর আধুনিক ক্রিকেটকে বদলে দিয়েছে ইংল্যান্ড। গত ৮ বছরে ইংলিশরা জিতেছে সাদা বলের দুই

সংস্করণেরই বিশ্বকাপ। বাজবল দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটকেও নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। এ সময়ে দলটি বিশ্বের যেখানেই খেলতে গেছে, কোনো না কোনো সিরিজ জিতে এসেছে। খালি হাতে ফিরতে হয়েছে শুধু ভারত থেকে।

২০১৫ বিশ্বকাপের পর থেকে এবারের বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের মাটিতে সব সংস্করণ মিলিয়ে ৩৮ ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড। এর মধ্যে হেরেছে ২৪টি, জিতেছে ১৩টি, ড্র করেছে ১টি। জয়ের শতকরা হার মাত্র ৩৪.২১। এ ছাড়া গত ৮ বছরে ভারতে খেলা ছয়টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের সব কটিতেই হেরেছে।

বোঝাই যাচ্ছে, বিশ্বের সব জায়গায় দাপট দেখালেও ভারতে এসে বারবার খেই হারিয়ে ফেলেছে ইংল্যান্ড। ব্যাপারটা জানার পরেও ভারতের কন্ডিশন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি ইংলিশ টিম ম্যানেজমেন্ট।

কি ভেবেছিলেন, বাজবল খে লে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় বিশ্বকাপেও আক্রমণাত্মক খেলতে কোনো সমস্যা হবে না, 'আমি একরকম ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ৫০ ওভারের ক্রিকেট যথেষ্ট না খে ললেও আমরা এতটাই ভালো দল যে পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাওয়া (আক্রমণাত্মক খেলা) কোনো ব্যাপার নয়।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**